দ্য টেম্পেস্ট

bengaliboi.com

উইলিয়াম শেকসপিয়র

If you want to download
a lot of ebook,
click the below link

Get *More*
Free
eBook

VISIT
WEBSITE

www.bengaliboi.com

Click here

দ্য টেম্পেস্ট

খানিক আগে সূর্য ডুবেছে। তার হালকা গৈরিক আভা এখনও ছড়িয়ে আছে পশ্চিম দিগন্তে। ভূমধ্যসাগরের ফেনিল জলরাশি কেটে তরতর করে এগিয়ে চলেছে কয়েকটি পালতোলা জাহাজের এক বহর। বহরের প্রথম জাহাজটিতে আছেন নেপলসের রাজা অ্যালোনসো, তাঁর ভাই সেবাস্টিয়ান, আছেন রাজপুত্র ফার্দিনান্দ, বৃদ্ধ অমাত্য গঞ্জালো। এছাড়া আছেন আড্রিয়ান ও ফ্রান্সিসকো সমেত নেপলসের রাজার বেশ কয়েকজন সভাসদ। হ্যাঁ, আরও একজন আছেন তাঁদের সঙ্গে। তিনি হলেন অ্যান্টোনিও। সুযোগ আর ক্ষমতার অপব্যবহার করে এই অ্যান্টোনিও বারো বছর আগে মিলানের ডিউকের পদ অন্যায়ভাবে অধিকার করেছিলেন।

আরও কিছুক্ষণ পরে সন্ধে হল, কিন্তু গাঢ় আঁধার চারদিক ছেয়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির চেহারা আচমকা গেল পাল্টে। তার এতক্ষণের শান্ত রূপ যেন যাদুবলে মিলিয়ে গেল। হাজারটা রাক্ষসীর মত পাগল উদ্দাম ঝোড়ো বাতাস কোথা থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল, সাগরের জলে বিশাল ঢেউ তুলে মেতে উঠল তাণ্ডবের খেয়ায়। সেই তাণ্ডবে বহরের জাহাজগুলো অশান্ত ঢেউ-এর মাথায় মোচার খোলার মত অসহায়ভাবে দুলতে লাগল। ঝোড়ো বাতাসের শোঁ শোঁ আওয়াজ আর ঘন ঘন বাজ পড়ার শব্দে রাজা অ্যালোনসো ভীষণ ভয় পেলেন। প্রকৃতির এই রুদ্ররূপ দেখে রাজার ভাই আর অমাত্যরাও মনোবল হারালেন, জাহাজের ক্যাপ্টেনকে ডেকে তাঁরা বারবার নিজেদের উদ্বেগের কথা বলতে লাগলেন। ক্যাপ্টেন অভিজ্ঞ নাবিক। তিনি জানেন, এমন ঝড়ের সময় তীর ছেড়ে জাহাজ মাঝসমুদ্রে নিয়ে গেলে তবেই কিছুটা নিরাপদ হওয়া যায়, নয়ত ঝড়ের দাপটে যেকোনও মুহূর্তে জাহাজ তীরে আছড়ে পড়তে পারে। তেমন কিছু সত্যিসত্যি ঘটে গেলে যাত্রিদের ক'জন প্রাণে বাঁচবেন তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। দেরি না করে তাই ক্যাপ্টেন উঠে এলেন ওপরের ডেকে, মাঝিরা যাতে

জোরে জোরে দাঁড় টেনে জাহাজ মাঝসমুদ্রে নিয়ে যায় সারেংকে ডেকে সেই হুকুম দিলেন তিনি।

"জোরে দাঁড় টানো, ভাইসব!" সারেং চেঁচিয়ে মাঝিদের হুকুম দিল, "জোরে জোরে দাঁড় টেনে যত শীগগির পারো জাহাজ মাঝসমুদ্রে নিয়ে চলো। একবার ওখানে পৌঁছাতে পারলে এই ঝড়ের হাত থেকে আমরা অনেকটা নিরাপদে থাকব। দাঁড় টানো, ভাইসব, শরীরের সব শক্তি দিয়ে আরও জোরে দাঁড় টানো!"

জাহাজের ক্যাপ্টেন আর সারেং যে সর্বশক্তি দিয়ে তাঁদের বাঁচানোর চেষ্টা করছেন রাজা আর তাঁর সভাসদেরা কেউ তা জানেন না। ঝড়ের বেগ যত বাড়ছে তত বেড়ে চলেছে তাঁদের অস্থিরতা আর উদ্বেগ। একসময় ক্যাপ্টেনের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেললেন ডিউক অ্যান্টোনিও। কেবিন থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন ওপরের ডেক-এ। ঝড় থেকে তাঁদের সবাইকে বাঁচাতে সামনে যাকে পেলেন তাকেই কাতরভাবে মিনতি করতে লাগলেন। সারেংকে প্রয়োজনীয় হুকুম দিয়ে ক্যাপ্টেন খানিক আগে চলে গেছেন নিজের কামরায়। অ্যান্টোনিওকে অস্থির হতে দেখে বিরক্ত হয়ে সারেং বলল, "আপনাকে অনুরোধ করছি, দয়া করে নিচে কেবিনে যান। অযথা কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান করে আমার মাথা গরম করবেন না। মনে রাখবেন আমরা নাবিক, জলই আমাদের ঘরবাড়ি। দয়া করে নিচে কেবিনে গিয়ে ঈশ্বরকে ডাকুন আর আমাদের ওপর ভরসা রাখুন।"

তার কথা শেষ হবার আগেই নেপলসের রাজার বৃদ্ধ অমাত্য গঞ্জালো নিজেও উঠে এলেন ওপরের ডেকে। সারেং-এর কথার ধরন তাঁর ভাল লাগল না, গলা চড়িয়ে বললেন,"ওহে, এ জাহাজে কে আছেন সে খোঁজ রাখো?"

"একশোবার রাখি, হুজুর," সারেং জবাব দিল, "নেপলসের রাজা অ্যালোনসো, রাজকুমার ফার্দিনান্দ, রাজার ভাই সেবাস্টিয়ান, এঁরা সবাই আছেন তা আমি জানি। এছাড়া আছেন আপনি—রাজার অমাত্য গঞ্জালো, আর আছেন মিলানের মহামান্য ডিউক," বলে কিছু তফাতে দাঁড়ানো ডিউক অ্যান্টোনিওকে ইশারায় দেখাল সে। তারপরে বলল," আমায় মাফ মরবেন, হুজুর, ঝড়জলের ওপর কিন্তু আপনার বা আপনার রাজার কোনও হুকুম খাটবে না। সাগরের ঝড় রাজার প্রজা নয় যে তাঁর হুকুম তামিল করবে। তাই আবার বলছি, আপনারা দু'জনেই নিচে যান। ঠাণ্ডা মাথায় আমাদের কাজ করতে দিন।"

সারেং-এর কথায় যুক্তি আছে বুঝতে পেরে ডিউক অ্যান্টোনিও চুপ করে রইলেন। কিন্তু গঞ্জালো বুড়োমানুষ। তিনি ধরেই নিলেন রাজার অমাত্য জেনেও সারেং তাঁকে পাত্তা দিচ্ছে না। এবার বিরক্তি মেশানো গলায় নিজের মনে বলে উঠলেন, "এই সারেং হতচ্ছাড়াকে দেখতে যেমন বদ্‌খত, কথাবার্তাও তেমনই অসভ্য জংলির মত! এখন

মনে হচ্ছে এ ব্যাটা মরলে তবেই হয়ত আমরা প্রাণে বাঁচব। হে ঈশ্বর, আমাদের রক্ষা করো!" বলতে বলতে গঞ্জালো নিজের বুকে পবিত্র ক্রুশ চিহ্ন আঁকলেন।

"মাস্তুল নামাও, ভাইসব!" চেঁচিয়ে মাঝিদের হুকুম দিল সারেং, "আরও খানিকটা নামাও! মনে রেখো যেভাবেই হোক আমাদের মাঝসমুদ্রে যেতেই হবে!" ঠিক তখনই নিচের কেবিনের যাত্রিরা সবাই প্রাণভয়ে প্রচণ্ড চিৎকার শুরু করলেন। খানিক বাদে রাজার ভাই সেবাস্টিয়ানও এসে হাজির হলেন ওপরের ডেকে, জাহাজডুবির হাত থেকে বাঁচাতে সারেংকে কাতরগলায় মিনতি করতে লাগলেন তিনি।

"এবার আপনিও এসে জুটলেন?" সেবাস্টিয়ানকে দেখে রেগে গলা চড়াল সারেং, "যান, এক্ষুণি সবাই নিচে যান! সত্যি বলছি, আপনারা সবাই এমন অস্থির হলে আমরা কিন্তু কাজকর্ম সব ছেড়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকব। তখন কিন্তু আর জাহাজটা ভাসিয়ে রাখা যাবে না, আপনারাও কেউ প্রাণে বাঁচবেন না! এখনও বলছি শান্ত হোন, নিচে গিয়ে একমনে মা মেরিকে ডাকুন সবাই। দয়া করে বারবার এখানে এসে আমাদের বিরক্ত করবেন না!"

সারেং-এর ধমক খেয়ে তিনজনেই দমে গেলেন, কথা না বাড়িয়ে তাঁরা ওপরের ডেক থেকে নেমে আসার জন্য সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালেন। সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে গঞ্জালো আপনমনে বললেন, "জানি ঈশ্বর যা চাইছেন তাই-ই হবে, তবু সমুদ্রের জলে ডুবে মরার চেয়ে শুকনো পাথুরে জমিতেই আমি মরতে চাই।" ডিউক অ্যান্টোনিও বা রাজভ্রাতা তাঁর কথায় সায় দিলেন না। কেবিনে ফিরে এসে প্রার্থনায় বসলেন সবাই, নিজেদের ভাগ্য সঁপে দিলেন ঈশ্বরের হাতে।

প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে সেই জাহাজের বহর ঢেউ-এর দোলায় দুলতে দুলতে এগিয়ে চলল।

দুই

এবারে একটু পেছনদিকে তাকানো যাক। বারো বছর আগে মিলানের ডিউক ছিলেন অ্যান্টোনিও-র বড়ভাই প্রসপেরো। ছোটভাইকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসতেন তিনি। প্রসপেরোর স্ত্রী বেশিবয়সে একটি মেয়ের জন্ম দিলেন, প্রসপেরো মেয়ের নাম রাখলেন মিরান্দা। বেশিবয়সে সন্তান হবার দরুন প্রসপেরো সবটুকু স্নেহ-ভালবাসা উজার করে দিলেন মেয়েকে। কিন্তু এটা স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারলেন না প্রসপেরোর ছোট ভাই অ্যান্টোনিও, বড় ভাই-এর ওপর ভীষণ রেগে গেলেন তিনি। অ্যান্টোনিও ধরেই নিলেন ভাইঝি মিরান্দা জন্মে প্রসপেরোর কাছ থেকে তাঁর প্রাপ্য স্নেহ-ভালবাসায় ভাগ বসিয়েছে, সে না জন্মালে এমনটা কখনোই ঘটত না।

মিরান্দা যখন খুব ছোট সেইসময় তার মা মারা গেলেন। স্ত্রী মারা যাবার ফলে মনে খুব আঘাত পেলেন প্রসপেরো, ছোট ভাই অ্যান্টোনিও-র হাতে বিষয়সম্পত্তি দেখাশোনার দায়দায়িত্ব সব সঁপে দিয়ে নিজে ডুবে গেলেন পড়াশোনার জগতে। গুহ্যবিদ্যা আর প্রেততত্ত্বে ছিল তাঁর গভীর আগ্রহ। অখণ্ড মনোযোগ আর নিষ্ঠা সহকারে চর্চা করার ফলে অল্প সময়ের মধ্যে ঐসব বিদ্যা তিনি সহজেই আয়ত্ত করলেন। কিন্তু দিনরাত পুরোনো বইপত্র আর অধ্যাত্মবিদ্যার জগতে ডুবে থাকার দরুন ছোট ভাই অ্যান্টোনিও গোপনে কোথায় কি করে বেড়াচ্ছে তা তিনি জানতেও পারলেন না। ইচ্ছেমত পদোন্নতি ঘটিয়ে আর নানারকম সুযোগসুবিধা দিয়ে অ্যান্টোনিও গোড়াতেই তাঁর বড় ভাই প্রসপেরোর বিশ্বস্ত আর আজ্ঞাবহ কর্মচারিদের নিজের দলে টেনে নিলেন। এদের সাহায্যে অ্যান্টোনিও ধীরে ধীরে মিলানের প্রশাসনিক ক্ষমতা দখল করলেন, সেই সঙ্গে বলে বেড়াতে লাগলেন প্রসপেরো নন, তিনিই মিলানের আসল ডিউক। কিন্তু শুধু মুখে বলে বেড়ালেই সবাই তা মেনে নেবে না। তিনি যে সত্যিই মিলানের ডিউক তার রাজকীয় স্বীকৃতি ত চাই। সেই রাজকীয় স্বীকৃতি আদায় করতে এবার নিজের দেশের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করলেন অ্যান্টোনিও। নেপলস ছিল মিলানের পুরোনো শত্রু, স্বাধীন মিলান হবে নেপলসের শাসনাধীন, এই শর্তে অ্যান্টোনিও গোপনে চুক্তি করলেন নেপলসের রাজার সঙ্গে। ডিউক প্রসপেরোর অনুগত সৈন্যবাহিনীর কিছু সেনানীকে এরপরে প্রচুর টাকাকড়ি আর ধনরত্ন দিয়ে বশ করলেন অ্যান্টোনিও। রাতের আঁধারে নেপলসের সৈন্যবাহিনী মিলান আক্রমণ করতে এলে তিনি সবার নজর এড়িয়ে সেই বিশ্বাসঘাতক সেনানীদের সহায়তায় মিলান নগরীর তোরণদ্বার খুলে দিলেন। দ্বার খোলা পেয়ে নেপলসের সৈন্যবাহিনী বন্যার জলের মত ঢুকে পড়ল ভেতরে, বিনা যুদ্ধেই মিলান দখল করল তারা। এইভাবে স্বাধীনতা হারিয়ে মিলান হল চিরশত্রু নেপলসের অধীন। এই বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার হিসেবে নেপলসের রাজা অ্যান্টোনিওকে মিলানের ডিউক হিসেবে ঘোষণা করলেন।

অ্যান্টোনিও এরপরে ইচ্ছে করলেই প্রসপেরো আর তাঁর মেয়ে মিরান্দাকে বধ করতে পারতেন। কিন্তু যেকোনও কারণেই হোক তিনি তা করলেন না, তার বদলে তিনি অন্য পথে এগোলেন—একটা বড় গাছের গুঁড়ির পচা খোল অ্যান্টোনিওর হুকুমে তাঁর লোকেরা জোগাড় করে সমুদ্রের কূলের এক জায়গায় লুকিয়ে রাখল। তারপরে একদিন গভীর রাতে নগরীর সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে সেইসময় প্রসপেরো আর তাঁর ঘুমন্ত শিশুকন্যা মিরান্দাকে নৌকোয় তুলল অ্যান্টোনিওর লোকেরা। গাছের গুঁড়ির কাটা খোল যেখানে ছিল দাঁড় বেয়ে নৌকোটা সেখানে নিয়ে এল তারা। এরপরে বাপ আর ঘুমন্ত মেয়েকে নৌকো থেকে নামিয়ে সেই গাছের গুঁড়ির পচা খোলে তুলে

দিল তারা। পেছন থেকে ঠেলে গুঁড়িটা ভাসিয়ে দিল সাগরের গভীর জলে। ঢেউ-এর দোলায় ভাসতে ভাসতে দু'জন জীবন্ত মানুষ সমেত সেই গাছের গুঁড়ির পচা খোল নৌকার মত এগিয়ে গেল গভীর সাগরে। এসব কাজ নিজের হাতে যারা করল তাদের মধ্যে একজন ছিলেন বয়স্ক মানুষ, নাম তাঁর গঞ্জালো। একসময় তিনি ছিলেন প্রসপেরোর বিশ্বস্ত আর কাছের মানুষ। পুরোনো মনিবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে অ্যান্টোনিওর দলে ভিড়ে গেলেও প্রসপেরো আর তাঁর মেয়ের প্রতি তাঁর যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। সেই সহানুভূতির বশেই গঞ্জালো প্রচুর খাবার, পানীয় জল, দু'জনের পরার মত প্রচুর জামাকাপড় আর প্রসপেরোর দিনরাতের সঙ্গি সেই পুরোনো বইগুলো গাছের গুঁড়ির পচা খোলের ভেতর আগেই রেখে দিয়েছিলেন। পরে নেপলসের রাজা সেই গঞ্জালোকে নিজের অমাত্যের পদে বহাল করেন।

করুণাময় ঈশ্বরের কৃপায় ছোট্ট মেয়ে মিরান্দাকে নিয়ে প্রসপেরো ভূমধ্যসাগরের জলে ভাসতে ভাসতে একদিন এসে উঠলেন নাম না-জানা জনমানবহীন এক দ্বীপে, সেখানে এক পাহাড়ী গুহার ভেতরে মেয়েকে নিয়ে তিনি আবার নতুন জীবন শুরু করলেন। মিরান্দা তখন ছোট্ট মেয়ে, জীবন সম্পর্কে কোনও ধারণাই তার তখনও গড়ে ওঠেনি। নাম না জানা সেই দ্বীপে অবাধ প্রকৃতির মাঝখানে মেয়েকে মানুষ করে তুলতে লাগলেন প্রসপেরো, সবরকম বিদ্যায়ও তাঁকে পারদর্শী করে তুললেন। মিলান থেকে নির্বাসিত হবার পরে এইভাবে একে একে কেটে গেল বারোটি বছর। বারো বছর পরে মিরান্দা এখন আর কচি বাচ্চা মেয়েটি নেই, কৈশোর পেরিয়ে সে এখন যুবতী হয়ে উঠেছে। একদিন মেয়ের কাছে বারো বছর আগে তাঁর জীবনে যা যা ঘটেছিল সব খুলে বললেন প্রসপেরো। কতদূর ক্ষমতালোভী আর স্বার্থপর হলে মানুষ তার নিজের বড় ভাই আর ভাইঝির প্রতি এমন নিষ্ঠুর নৃশংস আচরণ করতে পারে একদৃষ্টে প্রসপেরোর মুখের দিকে তাকিয়ে তাই ভাবছিল মিরান্দা। এমন সময় সমুদ্রের দিক থেকে একসঙ্গে অনেক বিপন্ন মানুষের গলায় আর্তনাদ ভেসে এল। সেই আর্তনাদ শুনে ব্যাকুল হল মিরান্দার হৃদয়। অশান্ত সমুদ্রে জাহাজডুবির ফলে কিছু অসহায় মানুষের গলা থেকে ঐ আর্তনাদ বেরিয়ে এসেছে বুঝতে পারল সে। জাহাজডুবির ফলে বিপন্ন ঐসব মানুষের কি হবে, কে তাদের রক্ষা করবে—প্রসপেরোর কাছে সে তা জানতে চাইল।

"কোনও ভয় নেই মা," মেয়ের উদ্বেগ দেখে হাসলেন প্রসপেরো, আশ্বাস দিয়ে বললেন, "বিশ্বাস করো, দূরে ঐ জাহাজটা ঢেউ-এর ধাক্কায় ডুবেছে ঠিকই, কিন্তু তার যাত্রিদের কারও কোনও ক্ষতি হয়নি। এও জেনো, শুধু তোমার কথা ভেবেই এ কাজ আমায় করতে হল। যাদুবিদ্যার সাহায্যে যে বিপুল শক্তি আমি অর্জন করেছি তুমি জানো তার বলে প্রকৃতির ওপরে আমি আধিপত্য করতে পারি। হ্যাঁ, আমারই ইচ্ছায়

প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে সমুদ্রে, আমারই ইচ্ছায় জাহাজডুবি হয়েছে, আবার আমারই ইচ্ছায় তারা সবাই প্রাণে বেঁচেছে, কারও কোনও ক্ষতি হয়নি। মিরান্দা, মা আমার! সবকিছু হারিয়ে এই নির্জন দ্বীপে বসে মানুষের সমাজের সব বিদ্যা আমি নিজে তোমায় শিখিয়েছি। তাই অন্যান্য রাজকন্যাদের চেয়ে তুমি অনেক বেশি বিদ্যা আর জ্ঞান অর্জন করেছো।"

"সেজন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ, বাবা," মিরান্দা বলল, "কিন্তু কেন তুমি এভাবে সমুদ্রে ঝড় তুলে জাহাজডুবি ঘটালে জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

"যাদু গণনার সাহায্যে জানতে পেরেছি ভাগ্য এখন আমার সহায়, মিরান্দা," বলতে বলতে গম্ভীর হয়ে উঠল প্রসপেরোর গলা, "যে দৈব জীবজগতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে সেই দৈবের নির্দেশেই আমি সমুদ্রে ঝড় তুলে জাহাজডুবি ঘটিয়েছি। আর এর ফলে আমার পুরোনো শত্রুরা প্রাণ বাঁচাতে এসে আশ্রয় নিয়েছে এই দ্বীপে। হারানো সৌভাগ্যকে ফিরে পেতে হলে জাহাজডুবির এই অঘটনের সুযোগ আমায় নিতেই হবে। আজ এই সুযোগ হারালে আর কখনও তা ফিরে পাবো না, মা মিরান্দা।" বলতে বলতে নিজের পোষাক ইশারায় দেখিয়ে প্রসপেরো বললেন, "এই যে পোষাক আমি পরে আছি আমার সব যাদুশক্তি লুকোনো আছে এরই ভেতরে। কিন্তু আর নয়, একনাগাড়ে অনেকক্ষণ আমার কথা শুনতে শুনতে তুমি যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছ তোমার চোখের চাউনি দেখেই তা বুঝতে পারছি। ঘুমে তোমার দু'চোখ জড়িয়ে আসছে, এখন তোমার বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম দরকার। নাও, লক্ষ্মীমেয়ের মত এবার চোখ বোঁজ, কিছুক্ষণ ঘুমোও। তোমার প্রয়োজনীয় বিশ্রাম তাতেই নেয়া হবে, আর সব ক্লান্তিও তখনই যাবে ঘুচে।"

মিরান্দা ঘুমিয়ে পড়তে তার মুখের দিকে স্নেহমাখানো চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন প্রসপেরো, তারপরে এসে দাঁড়ালেন গুহার বাইরে, চারপাশে চোখ বুলিয়ে ওপরে খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে যেন কাউকে আহ্বান করছেন এমনইভাবে হাত নাড়লেন। খানিকবাদে এক ঝলক বাতাস তাঁর সামনে ঘুরপাক খেতে লাগল, সেদিকে তাকিয়ে প্রসপেরো বললেন, "এসো আমার প্রিয়তম অশরীরী এরিয়েল, আমার সামনে এসো। আমি তোমাকে যা করার আদেশ দিয়েছিলাম ঝড়কে দিয়ে সে কাজ কি তুমি করিয়েছো? আমার আদেশ কি তুমি পালন করেছো? বলো, আমার প্রশ্নের জবাব দাও!"

প্রসপেরোর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘটল এক অদ্ভুত ব্যাপার, সেই বাতাসের ঘূর্ণি থেকে বেরিয়ে এল পরমাসুন্দরী অশরীরী প্রেতিনী এরিয়েল — যার রূপের বর্ণনা ভাষায় দেয়া যায় না। মাথা নিচু করে প্রসপেরোকে অভিবাদন জানিয়ে সেই প্রেতিনী সরুগলায় বলল, "প্রভু, আমার প্রণাম নিন। আপনার আদেশ পালন করতে আমি

আমার অনুচরদের সাহায্যে সমুদ্রে প্রচণ্ড ঝড় তুলেছি। সেই ঝড়ের তাণ্ডবে জাহাজের নাবিকেরা ভয় পেয়ে গেল, দিক ভুল করে তারা এই দ্বীপের কাছে চলে এল। এরপরে আমার অনুচরেরা রাজার জাহাজে আগুন লাগিয়ে দিল, দেখতে দেখতে সে আগুন বহরের অন্যান্য জাহাজেও ছড়িয়ে পড়ল। ঝড়ের মধ্যে দিক ভুল হওয়ায় জাহাজের নাবিকেরা এমনিতেই অস্থির হয়ে উঠেছিল, জাহাজে আগুন লেগেছে দেখে এরপরে তারা ভয়ে দিশাহারা হয়ে একে একে ঝাঁপিয়ে পড়ল সাগরের জলে, তাদের দেখাদেখি জাহাজের যাত্রিরাও ঝাঁপিয়ে পড়ল।"

"নষ্টামি আর বজ্জাতিতে যে তোমার জুড়ি নেই তা আমি জানি, এরিয়েল," গম্ভীর গলায় বললেন প্রসপেরো, "তা ওরা সবাই প্রাণে বেঁচেছে ত? কারও কোনও ক্ষতি হয়নি ত?"

"না প্রভু," এরিয়েল জবাব দিল, "জাহাজের নাবিক আর যাত্রিরা সবাই সাঁতরে নিরাপদে তীরে উঠেছে, কারও কোনও ক্ষতি হয়নি। তীরে ওঠার পরে নাবিকেরা রাজার জাহাজের পাটাতনের নিচে শুয়ে পড়েছে। ঝড়ের মধ্যে জাহাজ চালিয়ে এমনিতেই তারা ক্লান্ত, তার ওপর যে মায়াজাল আমি বিস্তার করেছি আর এমনভাবে যে তারা সবাই এখন বেহুঁশ। নাবিকসমেত রাজার সেই জাহাজটিকে আমার অনুচরেরা বারমুডা দ্বীপের একজায়গায় লুকিয়ে রেখেছে। জাহাজের যাত্রিদের আমি আর আমার অনুচরেরা নানা দলে ভাগ করে এই দ্বীপের চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছি। নেপলসের রাজা, তাঁর ভাই, মিলানের বর্তমান ডিউক, রাজার অমাত্যবৃন্দ, সবাই আছেন তাঁদের মধ্যে। নেপলসের রাজার ছেলে ফার্দিনান্দও নিরাপদে তীরে এসে উঠেছেন, ক্লান্ত দেহে তিনি এখন সাগরতীরে বসে আছেন।"

"তোমার কাজে আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি, এরিয়েল," প্রসপেরো বললেন, "তুমি আমার প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছো।"

"আপনার নির্দেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে ঠিকই পালন করেছি, প্রভু," বিষণ্ণ গলায় বলল এরিয়েল, "কিন্তু কাজ দেবার সময় চিরদিনের জন্য আমায় মুক্তি দেবেন বলে আপনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা কিন্তু আজও পালন করেননি।"

"এরিয়েল," প্রসপেরো আশ্বাস দিয়ে বললেন, "তোমায় সেদিন যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা আমি আজও ভুলিনি। আমার কাজ শেষ হলে তোমায় চিরদিনের জন্য মুক্তি দেব বলে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমার কাজ ত এখনও শেষ হয়নি। আবার বলছি, আমার সেই কাজ শেষ হলেই তোমায় চিরদিনের জন্য মুক্তি দেব আমি। এরিয়েল, দুষ্টু ডাইনিবুড়ি সাইকোরাক্স গাছের কোটরে দিনের পর দিন তোমায় আটকে রেখে কেমন যন্ত্রণা দিত এত শীগগিরই তা কি করে ভুলে গেলে!

ডাইনির সেই অকথ্য অত্যাচারের কবল থেকে একদিন আমিই না তোমায় উদ্ধার করেছিলাম! কেমন, মনে পড়ছে সেকথা?"

অনেকদিন পরে প্রসপেরোর মুখে দুষ্টু ডাইনিবুড়ি সাইকোরাক্সের নাম শুনে ভয়ে শিউরে উঠল এরিয়েল। ঐ ডাইনিবুড়ি একসময় তার ওপর যে অত্যাচার চালিয়েছিল তা সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে গেল।

অ্যালজিয়ার্সের বাসিন্দা দুষ্টু ডাইনি সাইকোরাক্স যাদুশক্তির সাহায্যে প্রকৃতির ওপর আধিপত্য অর্জন করেছিল। ইচ্ছেমত মানুষের ক্ষতি করে বেড়ানোই ছিল তার কাজ। এজন্য সাধারণ মানুষ তাকে ভয় পেত, কখন কার উপর কুনজর পড়ে এই ভয়ে সবাই এড়িয়ে চলত তাকে। যাদুশক্তির কাছে সাধারণ মানুষ নিতান্ত অসহায়, তাই মুখ বুঁজে সবাই তার এই অত্যাচার সহ্য করত।

একসময় সাইকোরাক্সের অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যেতে অ্যালজিয়ার্সের সাধারণ মানুষ ক্ষেপে উঠে তাকে মেরে ফেলবে ঠিক করল। কিন্তু তার কিছুদিন আগেই বাচ্চা এসেছে ডাইনির পেটে, সেই বাচ্চার কথা মনে রেখে অ্যালজিয়ার্সের সাধারণ মানুষ শেষপর্যন্ত সাইকোরাক্সকে প্রাণে না মেরে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিল। সেইমত একদিন সবাই দল বেঁধে চড়াও হল তার আস্তানায়, ডাইনিবিদ্যার যত উপকরণ হাতের কাছে পেল সব ভেঙেচুড়ে আগুনে পুড়িয়ে ছাই করল তারা। সাইকোরাক্স এসবের জন্য তৈরি ছিল না, তফাতে দাঁড়িয়ে আঙ্গুল মটকে শয়তানের নামে সে তাদের শাপ-শাপান্ত করতে লাগল। এরপরে সবাই একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর, মাথার চুল মুড়িয়ে ন্যাড়া করে মারতে মারতে সাইকোরাক্সকে তুলোধোনা করল তারা, তারপরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে এল সাগরতীরে। সাইকোরাক্সকে এক কাপড়ে নৌকায় তুলে দিল সবাই, ঠেলতে ঠেলতে সেই নৌকা ভাসিয়ে দিল জলে। নৌকোর মাঝি ভূমধ্যসাগরের বুকে নাম না জানা এক নির্জন দ্বীপে সন্তানসম্ভবা সাইকোরাক্সকে নামিয়ে দিয়ে নৌকো নিয়ে ফিরে গেল অ্যালজিয়ার্সে। ঐ নির্জন দ্বীপে নতুন করে বাসা বাঁধল সাইকোরাক্স। কিছুদিন বাদে ঐ দ্বীপে তার একটি ছেলে হল, সাইকোরাক্স ছেলের নাম রাখল ক্যালিবান।

সেই নির্জন দ্বীপে সুন্দরী প্রেতিনী এরিয়েল তার অশরীরী অনুচরদের নিয়ে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াত। সাইকোরাক্স যাদুবিদ্যার সাহায্যে এরিয়েল তার অনুচরদের নিজের গোলাম করল, এরিয়েলকে দিয়ে নানাভাবে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করতে লাগল। একবার এরিয়েলকে একটা খারাপ কাজ করার হুকুম দিল সাইকোরাক্স, কিন্তু এরিয়েল সে হুকুম তামিল করতে রাজি হল না। এরিয়েলের অবাধ্যতায় ভীষণ রেগে গেল সাইকোরাক্স, এরিয়েলকে সাজা দিতে মন্ত্র পড়ে সে একটা পাইন গাছের ফাটলের মধ্যে তাকে আটকে রাখল। গাছের ফাটলের মধ্যে বন্দি এরিয়েল যন্ত্রণায় চিৎকার

করে কাঁদত, তার আর্তনাদ শুনে বনের ভালুক আর নেকড়ে বাঘেরাও চিৎকার করত। কিন্তু এরিয়েলের আর্তনাদ শুনে সাইকোরাক্স পৈশাচিক আনন্দে নাচত। একটানা বারো বছর ঐভাবে বন্দিজীবন কাটাল এরিয়েল, তার মাঝখানে মারা গেল ডাইনি সাইকোরাক্স, মরার আগে এরিয়েলকে পাইন গাছের কোটর থেকে মুক্তি দেবার কথা একবারও সে ভাবল না।

এর কিছুদিন পরে প্রসপেরো মেয়েকে নিয়ে ঐ দ্বীপে আশ্রয় নিলেন। একদিন ঘটনাচক্রে ঐ পাইন গাছের কাছে এলেন প্রসপেরো, এমন সময় পাইন গাছের ফাটলে বন্দি অশরীরী এরিয়েলের কান্না ভেসে এল তাঁর কানে। সূক্ষ্মদৃষ্টির সাহায্যে গাছের ফাটলে আটক এরিয়েলকে তিনি দেখতে পেলেন। প্রসপেরো যাদুবলে বলীয়ান বুঝতে পেরে এরিয়েল কাতরভাবে মুক্তি চাইল তাঁর কাছে। এরিয়েলকে প্রসপেরো বললেন যে শুধু একটি শর্তে তিনি তাকে পাইন গাছের ফাটল থেকে মুক্তি দিতে পারেন। সে শর্ত জানতে চাইল এরিয়েল। প্রসপেরো বললেন তাঁর কয়েকটা কাজ তাকে করে দিতে হবে। প্রসপেরো এ-ও বললেন যে কাজগুলো শেষ হলেই তিনি তাকে চিরদিনের জন্য মুক্তি দেবেন। এরিয়েল জানাল সে তাঁর শর্তে রাজি, শুনে প্রসপেরো মন্ত্র পড়ে আর জাদুবিদ্যা প্রয়োগ করে ঐ পাইনগাছের ফাটল থেকে এরিয়েলকে মুক্তি দিলেন। এর ফলে প্রেতিনী এরিয়েল আর তার অশরীরী অনুচরেরা সবাই প্রসপেরোর অনুগত হয়ে পড়ল।

ডাইনি সাইকোরাক্স তাকে বারো বছর গাছের ফাটলে আটকে রেখেছিল বলে এরিয়েল তার ওপর হাড়ে হাড়ে চটেছিল। প্রসপেরো এরিয়েলকে গাছের ফাটলের বন্দিজীবন থেকে মুক্তি দেবার অনেক আগেই মারা গিয়েছিল সাইকোরাক্স—সেকথা গোড়াতেই বলেছি। মুক্তি পাবার পরে সাইকোরাক্সের ওপর বারো বছরের জমে থাকা রাগের ঝাল এবার তার ছেলে ক্যালিবানের ওপর ঝাড়তে শুরু করল এরিয়েল। সুযোগ পেলেই ক্যালিবানের চুল ধরে টানে সে, আবার কখনও এমন জোরে চিমটি কাটে যে ক্যালিবান যন্ত্রণায় চেঁচাতে চেঁচাতে দ্বীপের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে দাপিয়ে বেড়ায়। এরিয়েলের দেখাদেখি তার অশরীরী অনুচরেরাও সুযোগ পেলেই নানাভাবে জ্বালাতন করে ক্যালিবানকে।

"অতীতের কথা আমার সবই মনে আছে প্রভু," বিনীত গলায় এরিয়েল প্রসপেরোকে বলল, "তবে আপনার অনেক কাজ যে আমার এখনও করতে বাকি আছে তা আমি বুঝতে পারিনি। আমায় ক্ষমা করুন, আপনি যা বলবেন এখন থেকে আমি তাই করব।"

"মনে রেখো আর কখনও আমার সম্পর্কে কোনও ক্ষোভ বা অনুযোগ তোমার মুখে শুনলে আমি কিন্তু ছাড়ব না," গম্ভীর গলায় বললেন প্রসপেরো, "সাইকোরাক্স

তোমায় বারো বছর পাইনগাছের ভেতর আটকে রেখেছিল, আমিও তেমনই একটা ওক গাছের গুঁড়ির ভেতরে তোমায় আবার আটকে রাখব। আগের মত আরও বারো বছর ঐভাবে বন্দিজীবন কাটাবে তুমি, আগের মতই গাছের ভেতর শুধু চিৎকার চেঁচামেচি করে বারোটা বছর কাটাতে হবে তোমায়।"

"কথা দিচ্ছি প্রভু আমি আর কখনও আপনার কাছে কোনরকম ক্ষোভ প্রকাশ করব না," প্রসপেরোর কথা শুনে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল এরিয়েল, "দয়া করে ঐরকম কঠিন সাজা আপনি আমায় দেবেন না।"

"শুনে খুশি হলাম," বললেন প্রসপেরো, "এবার তোমায় কি করতে হবে মন দিয়ে শোনো। জলপরী সেজে এক্ষুনি চলে এসো আমার কাছে, তারপরে তোমায় কি করতে হবে বলছি। আর মাত্র দুটো দিন, তারপরে শুধু তুমি নও, তোমাদের সবাইকে আমি চিরদিনের জন্য মুক্তি দেব।"

এরিয়েল চলে গেল, সুন্দরী জলপরী সেজে খানিক বাদে আবার সে ফিরে এল।

"বাঃ, জলপরীর সাজে তোমায় ত ভারি চমৎকার মানিয়েছে দেখছি," বললেন প্রসপেরো, "এবারে এই জলপরী সেজে চলে যাও সমুদ্রের ধারে। আমার মুখের কাছে মাথা নিয়ে এসো, ওখানে গিয়ে তোমায় কি করতে হবে কানে কানে বলে দিচ্ছি। দেখো, আমি ছাড়া আর কেউ যেন এই সাজে তোমায় দেখতে না পায়।"

"তাই হবে প্রভু," বলে এরিয়েল তার প্রভুর কানের কাছে নিজের মাথা নিয়ে এল, প্রসপেরো তার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে কিছু নির্দেশ দিলেন।

"আপনার নির্দেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব, প্রভু," বলে জলপরীর সাজে এরিয়েল অদৃশ্য হল।

তিন

একবোঝা কাঠ ঘাড়ে করে জঙ্গলের পথ ধরে ফিরে আসছে প্রসপেরোর চাকর ক্যালিবান, প্রতিটি পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে হাতের আঙ্গুল মটকে সে প্রভু প্রসপেরোকে কুৎসিৎ ভাষায় শাপ-শাপান্ত করছে। জ্ঞান হবার পরে ক্যালিবান জেনেছে এই দ্বীপ তার মায়ের একার সম্পত্তি, ডাইনি সাইকোরাক্সই এই দ্বীপের মালিক। সাইকোরাক্স মারা যাবার আগে এই দ্বীপের মালিকানা সঁপে দিয়ে গেছে তারই হাতে। কিন্তু তারপরেই বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলেন প্রসপেরো। ক্যালিবানের চোখের সামনে তাকে এতটুকু পরোয়া না করে তিনিই হলেন এই দ্বীপের একচ্ছত্র অধিপতি, ক্যালিবানকে তিনি নিজের ফাইফরমাশ খাটা চাকর বানিয়ে ছাড়লেন।

ডাইনি সাইকোরাক্স শয়তানের উপাসনা করত। শয়তানের শক্তিতে তার গর্ভে এসেছিল ক্যালিবান, তাই ভয়ানক বিশ্রি কুৎসিত চেহারা নিয়ে সে জন্মেছিল। ক্যালিবানের মুখখানা হুবহু বাঁদরের মুখের মত, তার স্বভাব-চরিত্রও বাঁদরের মতই।

ক্যালিবানকে সভ্য-ভব্য করে তুলতে প্রসপেরো তাকে নিজের গুহায় নিয়ে এসেছিলেন, তাকে লেখাপড়া শেখানোর চেষ্টাও তিনি করেছিলেন। কিন্তু প্রসপেরোর সে চেষ্টা সফল হল না। প্রসপেরোর স্নেহ-ভালবাসার সুযোগ নিয়ে সে তাঁর মেয়ে মিরান্দাকে উপভোগ করতে চাইল। ক্যালিবানের মতলব টের পেয়ে প্রসপেরো হুঁশিয়ার হলেন, ক্যালিবানকে লেখাপড়া শিখিয়ে সভ্য করা যাবে না বুঝতে পেরে তিনি এবার বন থেকে কাঠ কেটে আনা, গুহার ভেতরে আগুন জ্বালানো, খাবার জল তোলা, এইসব শক্ত কাজের দায়িত্ব তাকে দিলেন। একইসঙ্গে অশরীরী প্রেতিনী এরিয়েলকে ক্যালিবানের ওপর দিনরাত নজর রাখতে বললেন, যাতে ক্যালিবান কাজে ফাঁকি দিতে না পারে, আর তাঁর মেয়ে মিরান্দার ধারেকাছে ঘেঁষতে না পারে।

প্রসপেরো যখন ক্যালিবানকে প্রথম দেখেন তখনও পর্যন্ত মনের ভাব প্রকাশ করার মত কোনও ভাষা তার শেখা হয়ে ওঠেনি, বনের জানোয়ারদের মত গোঙানির আওয়াজ করে সে মনের ভাব প্রকাশ করার চেষ্টা করত। প্রসপেরো তাকে মানুষের মত কথা বলতে শেখালেন। শেখালেন মানুষের ভাষা, এ কাজে মেয়ে মিরান্দাও সাহায্য করল তাঁকে। কিন্তু ডাইনি মায়ের ছেলে ক্যালিবান মানুষের ভাষা শিখে দিনরাত শুধু তাঁকে গালিগালাজ আর শাপ-শাপান্ত করতে লাগল। প্রসপেরো গোড়ায় বেত মেরে ক্যালিবানের স্বভাব শোধরানোর চেষ্টা করলেন, সেইসঙ্গে এ-ও বুঝিয়ে দিলেন যে তার মায়ের মত তিনিও যাদুবলে বলীয়ান, প্রকৃতির ওপর আধিপত্য করার ক্ষমতা তাঁরও আছে। কথা শুনে না চললে তিনি যাদুবলে তাকে এমন অসুস্থ করে দেবেন যখন দিনরাত শুয়ে অসহায় আর্তনাদ ছাড়া তার আর কিছুই করার থাকবে না। আর তার সে দুর্দশা দেখে বনের পশুপাখিরাও শিউরে উঠবে বলে ক্যালিবানকে তিনি হুঁশিয়ার করে দিলেন।

প্রসপেরো যে মিছে ভয় দেখাচ্ছেন না তা জানত ক্যালিবান। তাঁর যাদুশক্তির প্রমাণ পেয়ে তার মনে এই বিশ্বাস গড়ে উঠল যে যাদুবিদ্যায় তার মায়ের গুরু সেস্টেসের চাইতেও তিনি ঢের শক্তিশালী, ইচ্ছে করলে খোদ সেস্টেসকেই চাকর বানিয়ে রাখতে পারেন প্রসপেরো।

ডাইনি সাইকোরাক্স যাদুবলে এরিয়েলকে পাইন গাছের ফাটলে বারো বছর আটকে রেখেছিল, সেই বন্দিদশা থেকে এরিয়েল মুক্তি পাবার আগেই মারা গিয়েছিল সাইকোরাক্স তা আগেই বলা হয়েছে। সাইকোরাক্সের ওপর এমনিতেই রেগে ছিল

এরিয়েল, ক্যালিবানের ওপর দিনরাত নজর রাখার হুকুম পেয়ে সেই পুরোনো রাগের ঝাল সে ইচ্ছেমতন তার ওপর ঝাড়তে লাগল। সুযোগ পেলেই অদৃশ্য হয়ে ক্যালিবানকে চিমটি কাটে, কখনও বাঁদর সেজে মুখ ভ্যাংচায়। কখনও হাওয়ায় ঝড় তুলে ক্যালিবানকে ঠেলে কাদার মধ্যে ফেলে দেয় সে। ক্যালিবান সেই কাদা মুছে উঠলে তখনই সজারুর রূপ ধরে এরিয়েল তেড়ে আসে তার দিকে, আর সজারুর কাঁটা গায়ে ফোটার ভয়ে ক্যালিবান দৌড়ে পালায়। এইভাবে সুযোগ পেলেই এরিয়েল জ্বালিয়ে মারে ক্যালিবানকে।

ক্যালিবানকে বশে রাখতে প্রসপেরো একখানা ভারি পাথরে শেকল বেঁধে সেই শেকল এঁটেছেন তার পায়ে। এর ফলে ক্যালিবান দৌড়ে পালাতে পারে না, দিনরাত সেই পাথরের বোঝা বয়ে চলাফেরা করতে হয় তাকে।

প্রসপেরো আর তাঁর অনুচর অশরীরী এরিয়েলকে মনের সুখে শাপ-শাপান্ত করতে করতে কাঠের বোঝা বয়ে এগিয়ে চলল ক্যালিবান প্রসপেরোর গুহার দিকে।

চার

সাগরের কূলে দ্বীপের নির্জন বালুকাবেলায় একা বসে আছে যুবরাজ ফার্দিনান্দ। তার বাবা নেপলসের রাজা জাহাজডুবিতে মারা গেছেন ভেবে তার মন ভীষণ খারাপ। ঠিক এমনই সময় তার কানে এল যুবতীর মিষ্টি সুরেলা গলায় ভালবাসার গান। সে গান শুনে মুগ্ধ হল ফার্দিনান্দ, কিন্তু বারবার চারপাশে তাকিয়েও যে গাইছে তাকে দেখতে পেল না। নিশ্চয়ই কোনও অশরীরী গান গাইছে এটাই ধরে নিল সে। মন দিয়ে সে গান শুনতে লাগল ফার্দিনান্দ, শুনতে শুনতে চমকে উঠল। ফার্দিনান্দ লক্ষ্য করল গানের কথার ভেতর তার বাবার মৃত্যুসংবাদই শোনানো হচ্ছে তাকে। গান শুনে তার খানিক আগের বিষণ্ণতা কেটে গিয়ে মনে জাগল কৌতূহল। কৌতূহল মেটাতে ফার্দিনান্দ উঠে দাঁড়াল, বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে চলল দ্বীপের ভেতরে কোথায় কি আছে দেখতে।

গুহা থেকে বেরিয়ে গাছের ছায়ায় আছেন প্রসপেরো, মিরান্দা গা ঘেঁষে বসে গল্প করছে তার সঙ্গে। প্রসপেরো আর ক্যালিবান ছাড়া এপর্যন্ত আর কোনও পুরুষকে দেখেনি মিরান্দা। তাই ফার্দিনান্দকে এগিয়ে আসতে দেখে সে তাকে অশরীরী বলেই ধরে নিল, মুখ ফুটে জিজ্ঞেসও করল, "বাবা, ঐ যে অপরূপ সুন্দর সুপুরুষ যুবক পায়ে পায়ে এদিকে এগিয়ে আসছে, ওকি তোমার আমার মতই মানুষ, না কোনও অশরীরী? এর ত দেখছি শরীর আছে! যারা অশরীরী তাদের কি এমনই শরীর থাকে, বাবা? তারা কি দেখতে এমনই সুন্দর হয়?"

"কার কথা বলছ?" বলে ঘাড় ফিরিয়ে ফার্দিনান্দের দিকে তাকালেন প্রসপেরো, তারপরে মেয়েকে বললেন, "না, মিরান্দা, ঐ যুবক অশরীরী নয়। খানিক আগে যে জাহাজটি ডুবেছে সে ঐ জাহাজের যাত্রীদের একজন। ও এখন জাহাজের আর সব যাত্রীদের খুঁজে বেঁড়াচ্ছে।"

"এমন সুন্দর চেহারার মানুষ আগে ত দেখিনি!" নিজের মনে বলে উঠল মিরান্দা।

যুবরাজ ফার্দিনান্দ ততক্ষণে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। এই নির্জন অজানা দ্বীপে মিরান্দার মত এক অপরূপ রূপবতী যুবতীকে দেখে চমকে উঠল সে। মিরান্দা যেমন খানিক আগে ফার্দিনান্দকে অশরীরী ভেবেছিল তেমনই ফার্দিনান্দের নিজেরও মন হল অপরূপ সুন্দরী এই যুবতী মানুষ নন, দেবী। সে ধরে নিল ঐ দেবী নাম না জানা এই নির্জন দ্বীপের অধীশ্বরী। সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে পদ্যের ভাষায় ফার্দিনান্দ মিরান্দাকে বন্দনা করল।

"আপনি ভুল করছেন," অপরিচিত সেই যুবকের মুখে নিজের রূপের বন্দনা শুনে লজ্জা পেল মিরান্দা, "দেবী নই, আমিও আপনার মতই রক্তমাংসের এক সাধারণ মানুষ। আর হ্যাঁ, আমি এই দ্বীপে থাকি, কিন্তু এখানকার অধীশ্বরী বা রানী নই।"

'তাই ত!' অবাক হয়ে নিজের মনে বলল ফার্দিনান্দ, 'এ যে আমারই মত মানুষের ভাষায় কথা বলছে!'

প্রসপেরো অভিজ্ঞ মানুষ। এতক্ষণ দু'জনকেই তিনি লক্ষ করে যাচ্ছেন। মিরান্দা আর ফার্দিনান্দ প্রথম দর্শনেই যে একে অন্যের প্রেমে পড়েছে তা বুঝতে তাঁর বাকি রইল না। কিন্তু ভালবাসার পবিত্র সম্পর্ক দু'জনের মধ্যে গড়ে ওঠার আগে মিরান্দার প্রতি ফার্দিনান্দের ভালবাসা কতটা নিখাদ তা যাচাই করতে চাইলেন প্রসপেরো। তিনি এগিয়ে এসে কঠিন চাউনি মেলে তাকালেন ফার্দিনান্দের দিকে, বললেন, "তুমি কে, কি তোমার পরিচয়? কোথা থেকে আসছো?"

"আপনি দেখছি নেপলসের ভাষায় কথা বলছেন!" অবাক হয়ে বলল ফার্দিনান্দ, "আমি নেপলসের রাজপুত্র। আমরা জাহাজে চেপে রওনা হয়েছিলাম। আমার বাবা নেপলসের রাজা, তাঁর ভাই, মিলানের বর্তমান ডিউক অ্যান্টোনিও, বৃদ্ধ অমাত্য গঞ্জালো, পারিষদবর্গ এবং আরও অনেকে ছিলেন সেই জাহাজে। কিছুদূর যাবার পরে আচমকা সমুদ্রে প্রচণ্ড ঝড় উঠল, সেই ঝড়ের তাণ্ডবে উপকূলের কাছাকাছি এসে আমাদের জাহাজ যাত্রীদের নিয়ে সমুদ্রে ডুবে গেল। যাত্রীদের মধ্যে শুধু আমিই কোনওমতে সাঁতরে তীরে উঠতে পেরেছি, তাই প্রাণে বেঁচেছি।"

'যদি তুমি যোগ্য হও,' ফার্দিনান্দকে লক্ষ্য করে নিজের মনে বললেন প্রসপেরো, 'তাহলে মিলানের ডিউক আর তাঁর সাহসী মেয়েই তোমায় চালাবে। সাবাস এরিয়েল,

তুমি ঠিক আমার মনের মত কাজটি করেছো। আর শুধু এরই বিনিময়ে আমি তোমায় মুক্তি দেব।'

"এই যে মশাই, আপনাকে বলছি," ফার্দিনান্দের দিকে তাকালেন প্রসপেরো, "একটা বিরাট ভুল করে ফেলেছেন আপনি, সে ব্যাপারে একটু কথা বলার আছে।"

"বাবা," মিরান্দা বলল, "এঁকে নিয়ে আমি তিনজন মানুষ দেখলাম। এ দ্বীপে উনি সবে এসেছেন, তাহলে কেন ওঁর সঙ্গে এমন কঠোর ব্যবহার করছ?"

"জানি না তুমি বিবাহিতা কিনা," ফার্দিনান্দ আবেগঢালা গলায় মিরান্দাকে বলল, "যদি কুমারী হও আর কাউকে ভাল না বেসে থাক, তাহলে কথা দিচ্ছি আমি তোমায় নেপলসের যুবরানী করব।"

"এই যে আপনাকে বলছি," ফার্দিনান্দের দিকে দু'চোখ পাকিয়ে তাকালেন প্রসপেরো, "সবে এসেছেন, মুখে যা এল তাই বলে কি ঠিক করছেন? একটু রয়ে সয়ে কথা বলুন, নয়ত মুশকিলে পড়বেন বলে রাখছি। তুমি খানিক আগে নিজের যে পরিচয় দিয়েছো সত্যি সত্যি তা নও। এ দ্বীপ আমার, আমি এই দ্বীপের অধীশ্বর। তুমি যে শত্রুর গুপ্তচর, এ দ্বীপ আর আমার মেয়েকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবার মতলবেই যে তুমি এখানে এসেছো তা জানতে আমার বাকি নেই। এজন্য আমি তোমায় এমন কঠিন সাজা দেব যা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মনে থাকবে।"

"না," ফার্দিনান্দ মাথা উঁচু করে বলল, "আপনি ভুল করছেন, আমি যা বলছি তাতে এতটুকু মিথ্যে নেই। আমি সত্যিই নেপলসের রাজপুত্র, মিথ্যে কথা আমি বলি না।"

"বাবা," মিরান্দা বলল, "অশুভ শক্তিই মিথ্যার উৎস। কিন্তু এঁর দেহ মন্দিরের মত সুন্দর, সুগঠিত। সেখানে কোনও অশুভ শক্তির অস্তিত্ব থাকতে পারে না। আমার মনে হয় ইনি সত্যি কথাই বলছেন।"

"থামো!" মেয়েকে চাপাগলায় ধমক দিলেন প্রসপেরো, "তোমার আর ওর হয়ে কথা বলতে হবে না। ওহে তুমি এসো আমার সঙ্গে। আমি তোমার হাত-পা লোহার শেকল দিয়ে বেঁধে গুহার ভেতর আটকে রাখব। শুকনো গাছের শেকড়, তুষ, আর ঝিনুক, এখন থেকে এই খেতে হবে তোমায়। তেষ্টা পেলে পান করতে হবে সাগরের নোনা জল। এসো আমার সঙ্গে।"

"আপনি বললেই আপনার এ ব্যবস্থা আমি মেনে নেব না!" বলেই কোমরে আঁটা খাপ থেকে তলোয়ার বের করল ফার্দিনান্দ, বলল, "যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে ততক্ষণ আপনি আমার কিছুই করতে পারবেন না। আপনি আমার প্রতিপক্ষ। আমার চেয়ে আপনার শক্তি বেশি কিনা প্রমাণ যতক্ষণ না পাচ্ছি ততক্ষণ আপনার নির্দেশ আমি মেনে নেব না।"

"বেশ, তাই হোক তবে," বলেই প্রসপেরো তাঁর যাদুদণ্ড রাজপুত্র ফার্দিনান্দের দিকে তুলে যাদুমন্ত্র পড়তে লাগলেন। খানিক পরেই সেই মন্ত্রের প্রভাবে অবশ হয়ে গেল ফার্দিনান্দের সমস্ত শরীর। হাতের মুঠোয় ধরা তলোয়ার তোলা দূরে থাক, নড়াচড়া করার ক্ষমতাও হারিয়ে সে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল।

"এই অপরূপ সুন্দর মানুষটিকে তুমি কেন মিছিমিছি এত কষ্ট দিচ্ছ, বাবা?" প্রসপেরোর পোষাকের প্রান্ত টেনে মিনতি করল মিরান্দা, "এমন সুন্দর যাকে দেখতে সে কি কোনও অন্যায় কাজ করতে পারে? ওঁকে ক্ষমা করো, আমি নিজে ওর জামিন থাকছি।

"চুপ করো!" মেয়েকে ধমকে উঠলেন প্রসপেরো, "এই প্রতারকের হয়ে আর কথা বলতে এসো না। ওকে দেখে তুমি এত মুগ্ধ হয়েছো যে ভাবছো এমন সুন্দর চেহারার পুরুষ দুনিয়ায় আর একটিও নেই।"

"ওহে, ওহে যুবক," ফার্দিনান্দকে বললেন প্রসপেরো, "তোমার চেয়ে আমার ক্ষমতা যে ঢের বেশি তা-ও নিজের চোখেই দেখলে। এবার তলোয়ারটা খাপে ঢুকিয়ে আমার সঙ্গে চলে এসো।"

"আমার বাবা, কাকা আর আত্মীয়-বন্ধুদের অকালমৃত্যু আমার বিহ্বল করে ফেলেছে," ফার্দিনান্দ বলল, "তাই আমি দুর্বল হয়ে পড়েছি। তবু বলে রাখছি চোখ পাকিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলবেন না, আপনার লালচোখকে আমি ডরাই না। আপনি আমায় দেখার পর থেকেই আটকে রাখতে চাইছেন। আমার চেয়ে আপনার শক্তি বেশি তা যখন প্রমাণ হয়েছে তখন আপনার কথা মানতে আমি বাধ্য। তবে গুহার ভেতরে বা অন্য যেখানেই হোক যদি দিনে একবার অল্প কিছুক্ষণের জন্য হলেও এই যুবতীকে নিজের চোখে দেখতে পাই তবে বন্দি অবস্থাতেও মুক্তির স্বাদ আমি অনুভব করব।"

"এরিয়েল," যেতে যেতে অশরীরী প্রেতিনী এরিয়েলকে চাপাগলায় বললেন প্রসপেরো, "তুমি খুব নিখুঁতভাবে আমার আদেশ পালন করেছো, ওরা যে সত্যিই পরস্পরকে গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেছে তার প্রমাণ পেয়েছি। তোমায় এবার কি করতে হবে তা পরে বলব।"

তলোয়ার খাপে ঢুকিয়ে প্রসপেরোর পেছন পেছন এগোচ্ছে ফার্দিনান্দ, এমন সময় মিরান্দা পা চালিয়ে এলো তার পাশে। সহানুভূতির সুরে বলল, "আমার বাবাকে দয়া করে ভুল বুঝো না। উনি খুব উদার প্রকৃতির মানুষ তবে কেন তোমার সঙ্গে এমন খারাপ ব্যবহার করছেন তা বুঝতে পারছি না। তবে শীগগিরই উনি তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবেন এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাই তুমি এ নিয়ে দুঃখ কোর না।"

মিরান্দা এসব কথা চাপাগলায় বললেও তা প্রসপেরো ঠিকই শুনতে পেলেন, কিছু না বলে তিনি নিজের মনে হাসলেন। মিরান্দাকে নিয়ে প্রসপেরো এগিয়ে চললেন গুহার দিকে, রাজপুত্র ফার্দিনান্দ তাদের পেছন পেছন চলতে লাগল। কিছুদূর গিয়ে এরিয়েলকে ইশারায় ডাকলেন প্রসপেরো, দ্বীপের অন্যপ্রান্তে ফার্দিনান্দের বাবা, কাকা আর ডুবে যাওয়া জাহজের আর সব যাত্রিদের ওপর নজর রাখার নির্দেশ দিলেন। প্রভুর নির্দেশ পালন করতে অদৃশ্য অনুচরদের নিয়ে অশরীরী এরিয়েল তখনই বাতাসে ভাসতে ভাসতে গিয়ে হাজির হল দ্বীপের অন্যপ্রান্তে।

পাঁচ

নেপলসের রাজা অ্যালোনসো, তাঁর ভাই সেবাস্টিয়ান, মিলানের বর্তমান ডিউক অ্যান্টোনিও, রাজার প্রৌঢ় অমাত্য গঞ্জালো, এঁরা দ্বীপের অন্য এক জায়গায় মাটিতে বসে বিশ্রাম নিচ্ছেন। জাহাজডুবির পরে তীরে পৌঁছোবার আগে অনকেটা জল সাঁতরে পেরোনোর ফলে তাঁরা ক্লান্ত, কিন্তু এঁরা যে প্রাণে বেঁচেছেন সে খবর যুবরাজ ফার্দিনান্দ এখনও জানে না। তেমনই ফার্দিনান্দও যে প্রাণে বেঁচেছে আর সে যে এই দ্বীপেই উঠেছে তার বাবা নেপলস রাজ অ্যালোনসোও তা জানেন না। ছেলে সাগর জলে ডুবে মারা গেছে বলেই তিনি মনে করছেন। বারবার তার জন্য চোখের জল ফেলছেন।

"আপনি মিছিমিছি চোখের জল ফেলছেন, মহারাজ," অমাত্য ফ্রানসিসকো আশ্বাসের সুরে বললেন, "যুবরাজ ফার্দিনান্দ বেঁচে আছেন এবিষয়ে আমি নিশ্চিত। আমি নিজের চোখে দেখেছি যুবরাজ সাঁতার কেটে এগিয়ে যাচ্ছেন তীরের দিকে। তাই যুবরাজ বেঁচে আছেন বলেই আমি বিশ্বাস করি।" কিন্তু ফ্রানসিসকোর কথা রাজার বিশ্বাস হল না, তিনি আগের মতই ছেলের শোকে কাতর হয়ে চোখের জলে বুক ভাসাতে লাগলেন।

"একে ত যুবরাজকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না," রাজার ভাই সেবাস্টিয়ান বললেন, "তার মধ্যে আরও দুঃখ আর পরিতাপের বিষয় হল নেপলসের রাজকন্যা, মানে আমার সুন্দরী ভাইঝি ক্লারিবেলকে শেষকালে কিনা আফ্রিকার এক রাজার সঙ্গে বিয়ে দেয়া হল। আমি জানি ক্লারিবেল এ বিয়েতে খুশি হয়নি, পাছে তার বাবা মনে দুঃখ পান শুধু এই কথা ভেবে এ বিয়েতে মত দিয়েছে।

"রানি ভিডোর মৃত্যুর বহুদিন পরে টিউনিসিয়া ক্লারিবেল-এর মত এক সুন্দরী রাজকুমারীকে রানি হিসেবে পেল," বললেন অমাত্য গঞ্জালো।

"কিন্তু আমি ত যতদূর জানি ভিডো ছিলেন কার্থেজের রানি," বললেন রাজার অমাত্য অ্যাড্রিয়ান।

"ক্লারিবেল-এর যেখানে বিয়ে হয়েছে সেই টিউনিসিয়ারই প্রাচীন নাম ছিল কার্থেজ," বললেন গঞ্জালো, তারপরেই রাজার শোক-হাল্কা করতে তিনি প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন, "মহারাজ, আপনার মেয়ের বিয়ের সময় আমরা যেমন নতুন সুন্দর পোষাক পরেছিলাম এই জাহাজডুবির পরেও আমাদের সবার পোষাক তেমনই নতুন রয়েছে। এটা সৌভাগ্যের লক্ষণ বলেই আমার মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে আমরা নির্বিঘ্নে ঘরে ফিরতে পারব।"

"এসব কথা শুনতে আমার একটুও ভাল লাগছে না," রাজা অ্যালোনসো বললেন, "একে না বুঝে এত দূর দেশে মেয়ের বিয়ে দিলাম, তারপরে এখন ছেলেকেও চিরকালের মত হারাতে হল।" বলেই রাজা হাপুস নয়নে ফের কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁর ভাই সেবাস্টিয়ান আর মিলানের ডিউক অ্যান্টোনিও ছাড়া বাকি যারা ছিলেন তাঁরাও ঘুমিয়ে পড়লেন।

"আশ্চর্য," অ্যান্টোনিওর দিকে তাকিয়ে বললেন সেবাস্টিয়ান, "কেমন সহজে কথা বলতে বলতে ওরা সবাই একসঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।"

"নিশ্চয়ই এ দ্বীপের জলহাওয়ার প্রভাবেই এটা হয়েছে," বললেন অ্যান্টোনিও।

"কিন্তু তাহলে তুমি আর আমি জেগে আছি কি করে?" সেবাস্টিয়ান বললেন,"আমার ত ঘুম পাচ্ছে না।"

"সবাই যখন ঘুমোয় তখন আমার কল্পনার চোখ জেগে ওঠে! সেবাস্টিয়ান," রাজভ্রাতার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন অ্যান্টোনিও, "কল্পনার চোখে এই মুহূর্তে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আপনার মাথার ওপর নেমে আসছে এক রাজমুকুট।

"রাজমুকুট!" শুনে অবাক হলেন সেবাস্টিয়ান, " কোন দেশের রাজমুকুট?"

"হয়ত নেপলসের," বলেই নিজেকে সামলে নিলেন অ্যান্টোনিও, রাজভ্রাতাকে আরও একটু খেলিয়ে নিতে বললেন, "সেবাস্টিয়ান, আপনি জেগে ঘুমিয়ে আছেন। এভাবে জেগে ঘুমোলে আপনার ভাগ্যও ঘুমিয়ে থাকবে।"

"আপনার কল্পনার চোখ যদি এই ছবি দেখে থাকে ডিউক অ্যান্টোনিও," সেবাস্টিয়ান হেসে বললেন, "তাহলে আমি বলব যে স্বপ্ন দেখছেন ডিউক অ্যান্টোনিও! জাগ্রত অবস্থায় মানুষ স্বপ্ন দেখে না, ঘুমিয়েই তা সম্ভব। তাই দু'চোখ খোলা থাকলেও আপনি নিজেও যে এঁদের মত ঘুমোচ্ছেন তাতে সন্দেহ নেই।"

"রাজভ্রাতা সেবাস্টিয়ান," অ্যান্টোনিও বললেন, "ঘুমন্ত মানুষ স্বপ্ন দেখে ঠিকই, কিন্তু তার মাথা কাজ করে না। আমার মাথা কিন্তু কাজ করছে। তাই যা বলি মন দিয়ে তা বোঝার চেষ্টা করুন। আপনার বড় ভাই অর্থাৎ আমাদের রাজার স্মৃতিশক্তি খুব দুর্বল। মৃত্যুর পরে মানুষকে যখন কবর দেয়া হয় জানেন ত তখন তার স্মৃতিশক্তি অবশিষ্ট থাকে না। রাজা জলে ডোবেননি, সাঁতরে আমাদের সঙ্গে তীরে এসে উঠেছেন

এটা যেমন সত্যি, তাঁর ছেলে যুবরাজ ফার্দিনান্দ বেঁচে নেই, জলে ডুবে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে এটাও তেমনই সত্যি।"

"হ্যাঁ, ফার্দিনান্দ বেঁচে নেই একথা সত্যি," সায় দিয়ে বললেন সেবাস্টিয়ান, "বেঁচে থাকলে আমরা তার দেখা নিশ্চয়ই পেতাম। ফার্দিনান্দ মারা গেছে।"

"বেশ," অ্যান্টোনিও বললেন, "ফার্দিনান্দ বেঁচে নেই, তাহলে নেপলসের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী কে হবে?"

"কেন," সেবাস্টিয়ান বললেন, "আমার ভাইঝি ক্লারিবেল।"

"কিন্তু সে, এখন টিউনিসিয়ার রানি," অ্যান্টোনিও বোঝাতে চেষ্টা করলেন, "নেপলস থেকে টিউনিসিয়া কত দূরে তা ত আপনার অজানা নয়। কাজেই টিউনিসিয়ার রানি হয়ে নেপলস শাসন করা ত তার পক্ষে সম্ভব হবে না। এটা খুবই আক্ষেপের বিষয় যে আমার বক্তব্য আপনি এখনও বুঝতে পারছেন না।"

"যা বলতে চান দয়া করে স্পষ্টভাবে বলুন, অ্যান্টোনিও!" সেবাস্টিয়ান বললেন, "আপনার কথার ঘোরপ্যাঁচ আমি একেক সময় বুঝে উঠতে পারছি না।"

"একটু চেষ্টা করলেই পারবেন," অ্যান্টোনিও ঘুমন্ত রাজাকে ইশারায় দেখিয়ে বললেন, "দেখুন, রাজা কেমন নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন! এই ঘুম ত মৃত্যুরই সমান। আপনি ইচ্ছে করলে এই মুহূর্তে রাজার এই নিদ্রাকে চিরনিদ্রায় পরিণত করতে পারেন।"

"এতক্ষণে আপনার বক্তব্য আর উদ্দেশ্য আমার কাছে সবই স্পষ্ট হয়েছে," বললেন সেবাস্টিয়ান, "অতীতে নিজে মিলানের ডিউক হবার জন্য আপনি আপনার বড় ভাই প্রসপেরোকে ঐ পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন।"

"ঠিক ধরেছেন," অ্যান্টোনিও বললেন, "দেখুন, বড় ভাইকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় ডিউক হিসেবে আমি নিজে কেমন অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। যারা আমার ভাই-এর অধীনে কাজ করত তারাই হাসিমুখে সবাই এখন কাজ করে চলেছে আমারই অধীনে।"

"ভাইকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় আপনার ডিউক হবার ঐ ঘটনা সৌভাগ্য গড়ার এক দৃষ্টান্ত হিসেবে আমায় পথ দেখাচ্ছে। সেদিন আপনি হয়েছিলেন মিলানের ডিউক আর আজ বড় ভাইকে ঘুমন্ত অবস্থায় বধ করে আমি হব নেপলসের অধিপতি, হব রাজা। তলোয়ার বের করুন, ডিউক অ্যান্টোনিও, আমি ও আমার তলোয়ার বের করছি।"

"আমরা দু'জনেই একসঙ্গে তলোয়ারের আঘাতে রাজাকে হত্যা করব," অ্যান্টোনিও হেসে বললেন, "তারপরে রটিয়ে দেব গঞ্জালো রাজাকে হত্যা করেছেন, বলব আমরা গঞ্জালোকে ঐ জঘন্য কাজ নিজের চোখে করতে দেখেছি।" বলে অ্যান্টোনিও আর সেবাস্টিয়ান দুইজনেই খাপ থেকে তলোয়ার খুললেন।

অশরীরী এরিয়েল এতক্ষণ সবই দেখছিল। সে এবার রাজার ভাই সেবাস্টিয়ানের ওপর মায়া বিস্তার করল। সেই মায়ার প্রভাবে সেবাস্টিয়ান অ্যান্টোনিওকে একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তাঁর কানে কানে কি বলতে লাগলেন। এই ফাঁকে এরিয়েল দেখল যারা ঘুমিয়ে আছে তাদের মধ্যে গঞ্জালো ছাড়া রাজার হিতাকাঙ্ক্ষী কেউ নেই। "রাজার ভারি বিপদ, শীগগির উঠে পড়ুন," বলে সে ঘুমন্ত গঞ্জালোর কানের কাছে গুন গুন করে গান গাইতে লাগল। ঘুমের মধ্যে সে গান কানে যেতেই চমকে জেগে চোখ মেললেন গঞ্জালো, আর ঠিক তখনই রাজা নিজেও চোখ মেললেন, চোখ মেলে জেগে উঠলেন বাকি সবাই। সেবাস্টিয়ান আর ডিউক অ্যান্টোনিওর কথাবার্তা ততক্ষণে শেষ হয়েছে। রাজাকে বধ করতে দু'জনেই সেখানে ফিরে এলেন। কিন্তু এসে দেখলেন তাঁদের মতলব মাটি হয়ে গেছে, রাজা আর তাঁর অমাত্য-পরিষদেরা সবাই ঘুম ভেঙে উঠে বসেছেন।

"এই যে, সবার ঘুম ভেঙেছে দেখছি," বলতে বলতেই রাজা অ্যালোনসোর চোখ পড়ল তাঁর ভাই সেবাস্টিয়ান আর মিলানের ডিউক অ্যান্টোনিওর দিকে। দু'জনেরই হাতে খোলা তলোয়ার দেখে চমকে উঠে বললেন, "কি ব্যাপার, তোমাদের হাতে তলোয়ার কেন? এত উত্তেজিতই বা কেন দেখাচ্ছে "তোমাদের?"

"আজ্ঞে খানিক আগে আপনারা যখন ঘুমোচ্ছিলেন সেইসময় একটা জানোয়ারের গর্জন শুনে চমকে উঠলাম।" সেবাস্টিয়ান জবাব দিলেন,"ভাবলাম হয়ত কোনও সিংহ তেড়ে আসছে শিকারের খোঁজে। ওফ, সেকি প্রচণ্ড গর্জন। সেই গর্জনের আওয়াজেই কি আপনার ঘুম ভেঙে গেল?" রাজার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন সেবাস্টিয়ান।

"সিংহের গর্জন?" রাজা অবাক হয়ে তাকালেন অমাত্য গঞ্জালোর দিকে বললেন, "গঞ্জালো, তুমিও ত আমারই সঙ্গে ঘুমোচ্ছিলে। তা ঘুমের মধ্যে সিংহের গর্জন শুনতে পেয়েছিলে?"

"একটা আওয়াজ খানিক আগে ঘুমের ভেতর স্পষ্ট শুনেছি, মহারাজ,"গঞ্জালো জবাব দিলেন, "তবে গর্জন নয়, মনে হচ্ছিল নারীকণ্ঠে কে যেন গুণগুণ করে আমার কানের কাছে বলছে, 'ওঠো, আর ঘুমিয়ো না, তোমাদের রাজার ভারি বিপদ, তাঁর জীবনসংশয়।' সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলতে দেখি এঁরা দু'জন তলোয়ার হাতে কিসব বলাবলি করছেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি ঠেলে আপনার ঘুম ভাঙালাম।"

"যদি আমার ছেলে ফার্দিনান্দ এখনও বেঁচে থাকে," রাজা বললেন, "তাহলে সে নিশ্চয়ই এই দ্বীপের অন্য কোথাও আছে। চলো, এ জায়গা ছেড়ে দ্বীপের অন্য জায়গাগুলোতে আমরা তার খোঁজ করি।"

"তাই চলুন মহারাজ," সায় দিলেন গঞ্জালো। রাজা অ্যালোনসো সবাইকে নিয়ে দ্বীপের ভেতরে পা বাড়ালেন।

রাজাকে বধ করে সিংহাসন দখল করার এমন সুবর্ণ সুযোগ হাতের কাছে এসেও ফসকে যাওয়ায় সেবাস্টিয়ান আর ডিউক অ্যান্টোনিও দু'জরেনই মন ভেঙে পড়েছে। কিন্তু কিছু করার নেই, তাই তাঁরাও বাকি সবার সঙ্গে রাজার পেছন পেছন এগোলেন।

'রাজার প্রাণ বাঁচাতে যা যা করেছি আমার প্রভু সবই জানতে পারবেন,' নিজের মনে বলল এরিয়েল, রাজা অ্যালোনসোর উদ্দেশে সে বলল, 'যাও রাজা, এখন আর কোনও সমস্যা নেই, এবার নিশ্চিন্ত মনে ছেলেকে খুঁজতে রওনা হও।'

ছয়

ছেলের খোঁজে রাজা অ্যালোনসো সঙ্গিদের নিয়ে রওনা হবার খানিক বাদে দ্বীপের অন্য দিকে শুরু হল প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি—থেকে থেকে মেঘের গুরুগর্জনে কানে তালা ধরে যাচ্ছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আকাশ ফাটিয়ে বারবার ঝলসে উঠছে রূপোলি বিদ্যুৎ। এই প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির মধ্যে কাঠের বোঝা ঘড়ে নিয়ে এগিয়ে চলেছে ক্যালিবান। চলতে চলতে প্রভু প্রসপেরো আর তাঁর যেসব অশরীরী অনুচরেরা তার ওপর দিনরাত নজর রাখে আর সুযোগ পেলেই যন্ত্রণা দেয় তাদের সবাইকে মনের সুখে শাপ-শাপান্ত করছে।

ডুবে যাওয়া জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে ছিল নেপলসের রাজা অ্যালোনসোর ভাঁড় ট্রিংকুলো, সাঁতরে দ্বীপে এসে ওঠার আগেই সে সঙ্গিদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। রাজা আর তাঁর সঙ্গিদের খুঁজতে দ্বীপের ভেতরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ট্রিংকুলোও। এমনই সময় শুরু হল ঝড়বৃষ্টি। ঝড়ের হাত থেকে বাঁচতে আশ্রয়ের সন্ধানে পাগলের মত ছুটতে লাগল ট্রিংকুলো। যে পথে ছুটছে সেই পথেই কাঠের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে হেঁটে আসছে ক্যালিবান। ট্রিংকুলোকে দূর থেকে ছুটে আসতে দেখে সে ভাবল প্রসপেরোর পোষা কোনও আত্মা মানুষের শরীর ধারণ করে তাকে যন্ত্রণা দিতে ওভাবে তেড়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে কাঠের বোঝা নামিয়ে রেখে ক্যালিবান পথের পাশে ঝোপের ধারে শুয়ে পড়ল। এদিকে ছুটতে ছুটতে ট্রিংকুলো ততক্ষণে তার কাছে এসে পড়েছে, ঠিক তখনই আকাশের বুক চিরে বিদ্যুৎ চমকালো। বিদ্যুতের আলোয় ক্যালিবানকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়াল ট্রিংকুলো, নিজের মনে বলে উঠল, "পথের পাশে ঝোপের ধারে শুয়ে এই বিশ্রী জীবটা মানুষ, না মৃত মানুষ? দেখতে অনেকটা মানুষের মত হলেও হতচ্ছাড়া থেকে মাছের মতই বদকা আঁশটে গন্ধ ঠিকরে বেরোচ্ছে।" সাহস করে ট্রিংকুলো এবার ক্যালিবানের গা ছুঁয়ে দেখল গা বেশ গরম।

Finance Commission Fund 7175

কিছুক্ষণ ভেবে শেষকালে ট্রিংকুলো ধরেই নিল ক্যালিবান ঐ দ্বীপেরই বাসিন্দা যে খানিক আগে বাজ পড়ে মারা গেছে তাই তার গা এখনও গরম আছে। ঝড়জলের হাত থেকে বাঁচতে সে এবার ক্যালিবানের পোষাকের ভেতর ঢুকে পড়ল। ঝড়জলের মধ্যে আরও কিছু সময় কাটল। খানিক বাদে রাজা অ্যালোনসোর খানসামা স্টিফানো একটা মদের বোতল হাতে সেখানে এসে হাজির হল। ডোবার আগে জাহাজটাকে বেশি সময় ভাসিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে মাঝিমাল্লারা ভারি ভারি জিনিস জলে ফেলে দিচ্ছিল। সেসব জিনিসের মধ্যে ছিল মদের বোতল বোঝাই কয়েকটা কাঠের বাক্স। জাহাজ ডুবে যাবার পরে ঐরকম একটা কাঠের বাক্সে চেপে ভাসতে ভাসতে দ্বীপের বালুকাবেলায় এসে উঠেছে স্টিফানো। ডাঙায় উঠেই বাক্স থেকে বোতল বের করে সে আকণ্ঠ মদ গিলেছে। ঝড়জলের ভেতর বোতল হাতে নেশা জড়ানো গলায় গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চলেছে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে, হঠাৎ পথের মাঝখানে বিদ্যুতের আলোয় ক্যালিবানকে দেখতে পেয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

"যাব নাকো আর যাব না নীল সাগরের জলে
মরতে হলে মরব আমি শুকনো ডাঙায়, স্থলে।"

নেশার ঘোরে আপনমনে গাইছে স্টিফানো, মাঝেমধ্যে গান থামিয়ে বোতল থেকে মদ ঢালছে গলায়। ওদিকে ক্যালিবানের অবস্থা তখন সঙ্গিন, ট্রিংকুলো তার পোষাকের ভেতর গিয়ে ঢোকায় এমনিতেই তার অস্বস্তি হচ্ছে। আগেই বলেছি ট্রিংকুলোকে প্রসপেরোর প্রেতাত্মাদের একজন বলে ধরে নিয়েছে ক্যালিবান, প্রসপেরোর হুকুম তামিল করতে প্রেতাত্মাটা ঐভাবে তার পোষাকের ভেতর ঢুকেছে—এটাই ভাবছে সে। ভাবতে ভাবতেই এসে হাজির হল স্টিফানো, মাতাল অবস্থায় স্টিফানোকে দেখে সত্যিই ঘাবড়ে গেল ক্যালিবান, স্টিফানোকেও ট্রিংকুলোর মতই প্রসপেরোর এক পোষা প্রেতাত্মা বলেই ভাবল সে। আগে কখনও মাতাল আর মাতলামি দেখেনি ক্যালিবান। তাই মাতাল স্টিফানোর মাতলামি দেখে আর তার নেশা জড়ানো গলায় বিটকেল সুরে গান শুনে ভয় পেয়ে সে বলে উঠল, "দোহাই, তোমরা আমায় আর কষ্ট দিও না, এই নিদারুণ যন্ত্রণা আমি আর সইতে পারছি না।"

'মদ খেলেও বেশ বুঝতে পারছি এই হতচ্ছাড়া হল এই দ্বীপের দানো,' ক্যালিবানকে ইশারায় দেখিয়ে নিজের মনে বলল স্টিফানো, 'ব্যাটাচ্ছেলের চারটে পা-ও আছে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ও থেকে থেকে ভয়ে এমন ঠকঠক কাঁপছে কেন? ওর নিশ্চয়ই ভালুকের মত কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসেছে। তা আসুক, আমার এই বোতলের কয়েকফোটা ওষুধ গলায় পড়লেই ব্যাটার জ্বর আর পালানোর পথ পাবে না!'

"ওফ্!" ক্যালিবান চাপা গলায় বলে উঠল, "আমার পোষাকের ভেতর ঢুকে এই প্রেতাত্মাটা আমায় খুব কষ্ট দিচ্ছে।"

'দানো হলেও ব্যাটা দেখছি আমাদের ভাষাতেই কথা বলে,' স্টিফানো আবার নিজের মনে বলতে লাগল, "এটাকে পোষ মানিয়ে কোনমতে নেপলসে একবার নিয়ে যেতে পারলে আর আমায় পায় কে! সম্রাট, নয়ত কোনও ধনী ব্যবসায়ীর কাছে চড়া দরে ওকে বিক্রি করতে পারলে বাকি জীবনটা দিব্যি আরাম করে আর মদ গিলে কাটিয়ে দিতে পারব।'

"দোহাই, আর আমায় কষ্ট দিও না," কাতর গলায় বলে উঠল ক্যালিবান, "আমি তাড়াতাড়ি কাঠের বোঝা নিয়ে ফিরে যাচ্ছি।"

"দানো হলেও তোমার যে মৃগী রোগ আছে তা বেশ বুঝতে পারছি," বলতে বলতে ক্যালিবানের কাছে এসে দাঁড়াল স্টিফানো, গলা চড়িয়ে বলল, "এবার হাঁ করো তোমার গলায় কয়েকফোঁটা ওষুধ ঢেলে দিই। এ ওষুধের এমনই জোর যে দু'ফোটা গলায় ঢাললেই তোমার কাঁপুনি থেমে যাবে। নাও, এবার লক্ষ্মী ছেলের মত হাঁ করো।"

"কী আশ্চর্য এ যে আমার বন্ধু স্টিফানোর গলা," বলতে বলতে ক্যালিবানের পোষাকের ভেতর থেকে মুখ বের করল ভাঁড় ট্রিংকুলো, বিড়বিড় করে বলল, "কিন্তু সে ত জলে ডুবে মরেছে!" বলার সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে স্টিফানোকে দেখে সে চমকে ওঠে।

"স্টিফানো!" চেঁচিয়ে উঠল ট্রিংকুলো, "আমি তোমার বন্ধু, রাজার ভাঁড় ট্রিংকুলো!"

"ট্রিংকুলো!" পুরোনো বন্ধুর গলা শুনে স্টিফানো নিজেও দারুণ চমকে গেল। অবাক হয়ে বলল, "তাইত, এ ত দেখছি সেই ট্রিংকুলোরই মুখ। কিন্তু তুমি এই নচ্ছার দানোটার পোষাকের ভেতরে গিয়ে ঢুকলে কি করে?"

"জাহাজডুবির পরে সাঁতরে এই দ্বীপে ওঠার পরে দেখি আমি একা," বলতে বলতে ট্রিংকুলো ক্যালিবানের পোষাকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল, "আশেপাশে কাউকে চোখে পড়ল না। খানিকবাদে শুরু হল প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি। ঝড়বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে পাগলের মত ছুটতে লাগলাম। কিছুদূর এসে দেখি এই ব্যাটা দানো পথের একধারে পড়ে গড়াচ্ছে, আর নিজের মনে কাউকে বিড়বিড় করে গাল দিচ্ছে আর শাপ-শাপান্ত করছে। ওর সঙ্গে কথা বলার মত অবস্থা তখন আমার ছিল না, ঝড়বৃষ্টি থেকে বাঁচতে কোনওমতে ব্যাটার পোষাকের ভেতরে সেঁধিয়ে গেলাম। কিন্তু স্টিফানো, জাহাজডুবির পরে তুমি প্রাণে বাঁচলে কি করে?"

"মদের বোতলের একটা বাক্স মাঝিমাল্লারা জাহাজ থেকে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল," স্টিফানো বলল, "সেই বাক্সের ওপর চেপে ভাসতে ভাসতে আমি এই দ্বীপে এসে উঠেছি। বলতে বলতে বোতল থেকে আরও খানিকটা মদ সে নিজে খেল, পুরোনো বন্ধু ট্রিংকুলোকেও খাওয়ালো।

"এবার তোমার কথা বলো," স্টিফানো তাকাল ট্রিংকুলোর দিকে, "তুমি কি করে এই দ্বীপে এলে?"

"হাঁসের মত সাঁতার কাটার ক্ষমতা আমার আছে তা ত জানো," ট্রিংকুলো বলল, "ঐ ভাবে সাঁতার কেটেই দ্বীপে এসে উঠলাম। কিন্তু উঠে দেখি আমি একা। ধারেকাছে চেনা কেউ নেই।"

"এতক্ষণ আপনাদের প্রেতাত্মা ভেবে ভুল করেছি," ট্রিংকুলো আর স্টিফানোকে মানুষের ভাষায় কথা বলতে দেখে ক্যালিবান সাহস পেয়ে বলল, "কিন্তু এখন দেখছি আপনারা বীর দেবতা।"

"নাও, হাঁ করো," বলে স্টিফানো এগিয়ে এসে ক্যালিবানের খোলা মুখের ভেতরে খানিকটা মদ ঢেলে দিল।

"আঃ কি চমৎকার।" মদটুকু গিলে তারিফ করল ক্যালিবান, "মা বলেছিল যারা চাঁদে থাকে তারা এমনই চমৎকার ওষুধ খায়। আপনার দু'জনেই কি চাঁদের দেবতা?"

"দানো হোক আর যাই হোক, ব্যাটা আসলে একটা আস্ত আহাম্মক।" বলল ট্রিংকুলো, "হ্যাঁরে ব্যাটাচ্ছেলে, আমরা চাঁদ থেকেই আসছি।" বলেই স্টিফানোর দিকে তাকাল ট্রিংকুলো, "স্টিফানো, তোমার কাছে এরকম বোতল আর ক'টা আছে বাপু?"

"আছে, অনেকগুলো আছে ভয় নেই," আশ্বাস দিল স্টিফানো, "ঠিক সময়মত বের করব। ওগুলো আমি পাহাড়ে একটা জায়গায় লুকিয়ে রেখেছি।"

ক্যালিবানের ততক্ষণে বেশ নেশা হয়েছে, স্টিফানোর দিকে ঢুলুঢুলু চোখে তাকিয়ে জড়ানো গলায় সে বলল, "হে চাঁদের দেবতা, আমি আপনার অনুগত ভক্ত প্রজা। এই দ্বীপের কোথায় কি আছে সব আমি আপনাকে দেখাব।"

"ব্যাটাচ্ছেলে একটা আস্ত অপদার্থ!" ক্যালিবানকে লক্ষ করে চাপাগলায় ট্রিংকুলোকে বলল স্টিফানো।

"তা ঠিক," সায় দিল ট্রিংকুলো, "তবে আমার মতে ওকে নিয়ে বেশি হাসিঠাট্টা না করাই ভাল।"

"ওহে আমার ভক্ত প্রজা, কোনরকমে হাসি চেপে ক্যালিবানকে গম্ভীরগলায় হুকুম দিল স্টিফানো,"ঢের হয়েছে, এবার তুমি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো।"

"তাই চলুন, প্রভু!" নেশা জড়ানো গলায় বলতে লাগল ক্যালিবান,"প্রভু প্রসপেরো! এতদিন অন্যায়ভাবে আমায় অনেক খাটিয়েছেন। আমি নতুন প্রভু পেয়ে

গেছি তাই আপনাকে এখান থেকেই বিদায় জানাচ্ছি। আপনার আর কোনও কাজ আমি করব না।"

মদের নেশায় মাতাল ক্যালিবান ট্রিংকুলো আর স্টিফানোকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

সাত

যুবরাজ ফার্দিনান্দকে কয়েকদিন গুহার ভেতরে আটকে রাখলেন প্রসপেরো। তারপরে কিছু কঠিন কাজের ভার চাপিয়ে দিলেন তার ঘাড়ে। মিরান্দা যে ফার্দিনান্দের প্রেমে পড়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই তাঁর মনে। তাহলেও তাদের দু'জনকেই প্রসপেরো আরেকটু বাজিয়ে নিতে চান, পরস্পরের প্রতি তাদের এই আকর্ষণ কতটা দৃঢ় তা যাচাই করতে চান তিনি। সেইসঙ্গে একটি নির্দিষ্ট সময়, এক মাহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষাও করছেন প্রসপেরো। ফার্দিনান্দকে কঠিন কাজের দায়িত্ব দিয়ে নিজের পড়ার ঘরে ঢোকেন প্রসপেরো, পুরোনো পুথিপত্রের পাতা ওল্টালেও তাঁর কান থাকে সজাগ, ফার্দিনান্দ আর মিরান্দা কি কথা বলছে কান পেতে তাই শোনেন তিনি, আর নিজের মনে মুখ টিপে হাসেন।

এর মাঝে একদিন ফার্দিনান্দকে জঙ্গল থেকে অনেকগুলো ভারি কাঠের গুঁড়ি বয়ে আনতে বললেন প্রসপেরো। গুহায় নিয়ে এসে কাঠের গুঁড়িগুলোকে সাজিয়ে রাখতেও বললেন।

কিন্তু হাজার হলেও ফার্দিনান্দ নিজে রাজার ছেলে, এত কঠিন দৈহিক পরিশ্রমের কাজ সে আগে কখনও করেনি, তাই কিছুক্ষণ কাজ করার পরেই সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ফার্দিনান্দের অবস্থা দূর থেকে দেখে কষ্ট পেল মিরান্দা, তার ভারি দুঃখ হল। বাবার চোখ এড়িয়ে মিরান্দা এসে দাঁড়ায় ফার্দিনান্দের কাছে, তাকে সান্ত্বনা দেয়। গুহার বাইরে বেরিয়ে বন থেকে গাছের টাটকা ফল আর ঝর্ণার মিষ্টি জল এনে সে ফার্দিনান্দকে খাওয়ায়। মিরান্দাকে দেখামাত্র ফার্দিনান্দের সব দুঃখকষ্ট নিমেষে দূর হয়ে যায়।

"তুমি একটু জিরিয়ে নাও," ফার্দিনান্দকে পরিশ্রান্ত হতে দেখে তার কাছে এসে সহানুভূতি মেশানো গলায় বলে মিরান্দা, "বাবা এখন পড়ার ঘরে আছেন, তুমি বিশ্রাম নিলে তিনি টেরও পাবেন না।"

"বিশ্রাম নিলে ত ভালই হয়," জবাব দিল ফার্দিনান্দ, "কিন্তু এখনও হাতে অনেক কাজ জমে আছে, সেগুলো চটপট সেরে ফেলতে হবে।"

"কাজ জমে আছে তা ত আমিও জানি," বলল মিরান্দা, "আমি বলি কি তুমি একটু জিরিয়ে নাও, আমি এই ফাঁকে তোমার জমে থাকা কাজ কিছু করে দিচ্ছি।"

"ছিঃ, ছিঃ তা কি করে হয়!" ফার্দিনান্দ বাধা দেয়, "এমন সুন্দর নরম শরীর তোমার, জেনে শুনে আমি তোমায় এমন শক্ত কাজ করতে দিতে পারি না।"

ওদিকে প্রসপেরো অনেক আগেই যাদুবলে অদৃশ্য হয়ে ফার্দিনান্দ আর মিরান্দার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। দু'জনের হাল্কা কথাবার্তা মন দিয়ে শুনছেন আর মাঝে মাঝে মুখ টিপে হাসছেন।

"তুমি কাছাকাছি থাকলে কী যে ভাল লাগে তা বলে বোঝাতে পারব না," জমে থাকা কাজ গুছিয়ে ফেলতে ফেলতে মিরান্দার দিকে চোখ তুলে তাকাল ফার্দিনান্দ, "সত্যি বলছি আমি তোমায় ভালবেসে ফেলেছি, কিন্তু এখনও তোমার নাম কি তাই জানি না। তোমার নামটি কি গো 'সোনা'?"

"আমার নাম মিরান্দা," বলেই মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল মিরান্দা, "আমার বাবা কিন্তু তোমাকে আমার নাম বলতে মানা করেছেন, কিন্তু আমি বাবার মানা না শুনে তোমায় আমার নাম বলে দিলাম।"

"শুনলে বিশ্বাস করবে কিনা জানি না মিরান্দা তবু জেনে রেখো আমি সত্যি সত্যি নেপলসের রাজার ছেলে ফার্দিনান্দ। কাঠের বোঝা বইবার মত এমন কঠিন কাজ আমি আর সইতে পারছি না। তবু তোমায় রোজ দু'চোখ ভরে দেখতে পাচ্ছি বলেই এই কষ্ট মুখ বুঁজে সয়ে যাচ্ছি।"

"ফার্দিনান্দ, তুমি কি আমায় সত্যিই ভালবাসো?" আবেগ জড়ানো গলায় জানতে চাইল মিরান্দা।

"হ্যাঁ মিরান্দা," জবাব দিল ফার্দিনান্দ, "তুমি ছাড়া আর কাউকেই আমি ভালবাসি না। আমি তোমায় বিয়ে করতে চাই, মিরান্দা! আমায় বিয়ে করলে তুমি নেপলসের যুবরাণী হবে।"

ফার্দিনান্দ তাকে বিয়ে করতে চায় শুনে আনন্দে তার সামনেই কেঁদে ফেলল মিরান্দা। চোখের জল মুছে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "তুমি আমায় সত্যি সত্যি বিয়ে করলে আমার জীবন ধন্য হবে। আর তুমি আমায় বিয়ে না করলেও আমি শুধু তোমার সেবা করেই বাকি জীবনটুকু কাটিয়ে দেব।"

কথা শেষ করে ওরা দু'জনে দু'জনের চোখের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। খানিক বাদে হুঁশ হতে মিরান্দা বলল, "অনেকক্ষণ হল এখানে এসেছি বাবার লেখাপড়া খানিক বাদেই শেষ হবে। বাবা তখন তোমার কাজ দেখতে এখানে এসে হাজির হবেন। তার আগেই আমায় যেতে হবে, ফার্দিনান্দ! এখানে বসে আছি দেখলে বাবা আমার ওপর রেগেও যেতে পারেন।"

মেয়ের কথা শুনে চাপা হাসি ফুটল অদৃশ্য প্রসপেরোর ঠোঁটে।

★ ★ ★ ★ ★

স্টিফানো আর ট্রিংকুলোকে বনের ভেতর দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে ক্যালিবান। খানিক দূর যাচ্ছে ট্রিংকুলো আর স্টিফানো। তারপরেই দাঁড়িয়ে পড়ে বোতল থেকে মদ ঢালছে গলায়। স্টিফানো আর ট্রিংকুলোর সঙ্গে দারুণ নেশা হয়েছে ক্যালিবানেরও।

"অ্যাই ব্যাটা মুখ্যু দানো!" জড়ানো গলায় ক্যালিবানকে বলল ট্রিংকুলো, "এতক্ষণ ধরে শুধু হাঁটিয়ে মারলি, কিন্তু তুই ছাড়া আর কাউকেই ত হাজির করতে পারলি না। এ দ্বীপে কি তুই ছাড়া আর কেউ নেই, নাকি বাকি যারা আছে তারা তোর চেয়েও মুখ্যু আর অপদার্থ?"

প্রচুর মদ খেয়ে ক্যালিবানের তখন এমনিতেই সাংঘাতিক নেশা হয়েছে, তার ওপর ট্রিংকুলো ঐভাবে বারবার খোঁচা দিয়ে কথা বলায় সে তার ওপর ভীষণ রেগে গেল।

"কিহে, চুপ করে আছো কেন?" ক্যালিবানকে বলল স্টিফানো, "আমার বন্ধু যা জানতে চাইতে তার জবাব দাও।"

"আমি আপনার অনুগত ভক্ত প্রজা," গদগদ গলায় স্টিফানোকে বলল ক্যালিবান, "যদি বলেন আমি কোনও প্রতিবাদ না করে জিভ দিয়ে আপনার পা চাটতেও তৈরি আছি। কিন্তু আপনার ঐ বন্ধুর কোনও সেবা আমি করব না। লোকটা কাপুরুষ, এককোঁটা সাহসও ওর নেই।"

ক্যালিবানের কথা শুনে ভীষণ রেগে গেল ট্রিংকুলো, সে যা-তা বলে গালাগাল করতে লাগল ক্যালিবানকে। ক্যালিবান মুখ বুঁজে রইল না, নেশার ঘোরে সেও মুখে যা এল তাই বলে পাল্টা গালিগালাজ করল ট্রিংকুলোকে। ট্রিংকুলোর এই ব্যবহার দেখে স্টিফানো তার ওপর খুব রেগে গেল। ক্যালিবানকে এভাবে যা-তা বলে গালাগাল দিতে সে মানা করল তাকে। স্টিফানো তার পক্ষ নিয়ে নিজের বন্ধুকে হুঁশিয়ার করছে দেখে খুশি হল ক্যালিবান। ঘাড় হেঁট করে সে তাকে বলল, "এক অত্যাচারী যাদুকর এতদিন আমাকে তার চাকর বানিয়ে রেখেছিল। মা মারা যাবার সময় আমাকে এই দ্বীপের মালিকানা দিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ঐ অত্যাচারী যাদুকর তার যাদুর সাহায্যে আমার কাছ থেকে এই দ্বীপ কেড়ে নিয়েছে।"

এরই মাঝে এরিয়েল এসে সেখানে হাজির হয়েছে, আড়াল থেকে সে এদের সব কথাবার্তা শুনছে। ক্যালিবানের কথা শেষ হতে না হতে সে "চুপ করো মিথ্যেবাদী। তুমি মিথ্যে বলছ!" বলে তাকে ধমকে উঠল। এরিয়েল অদৃশ্য। তাকে দেখতে না পেয়ে স্টিফানো ধরে নিল ট্রিংকুলোই ক্যালিবানকে মিথ্যেবাদী বলে গালি দিচ্ছে।

স্টিফানো দু'চোখ পাকিয়ে তার বন্ধুকে বলল, "ওহে ট্রিংকুলো, তুমি এতক্ষণ ধরে যাকে দানো বলছ সে আমার ভক্ত প্রজা তা যেন ভুলো না। তুমি আবার ওকে যা-তা বললে আমি কিন্তু মুখ বুঁজে থাকব না, এক ঘুঁষিতে তোমার দাঁত ফেলে দেব।"

"নেশার ঘোরে কি যা-তা সব বলছ?" অবাক হয়ে বলল ট্রিংকুলো, "তোমার ভক্ত প্রজা মানে এই অপদার্থ দানোটাকে আমি একবারও মিথ্যেবাদী বলিনি।"

"বেশ, বলোনি ত চুপ করো," স্টিফানো বলল,"এবারে আর কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ এগিয়ে চলো।"

"তারপর যা বলছিলাম," স্টিফানোকে বলল ক্যালিবান,"অত্যাচারী যাদুকর প্রসপেরো আমার কাছ থেকে এই দ্বীপ কেড়ে নিয়ে নিজেই এখানকার মালিক হয়ে বসেছে। ঐ যাদুকর আমায় শুধু তার প্রজা নয়, চাকর বানিয়ে ছেড়েছে। দিনরাত ইচ্ছেমত সে আমায় খাটায়। প্রভু, আপনি আমার প্রভু, আমি আপনার অনুগত সেবক। আমার অনুরোধ ঐ যাদুকর আমার ওপর এতদিন যে অত্যাচার চালিয়েছে আপনি তার প্রতিশোধ নিন। যাদুকরের শক্তির সঙ্গে লড়াই করার সাহস বা ক্ষমতা কোনওটাই আমার নেই বলেই আপনাকে অনুরোধ করছি, প্রভু!"

"তোমার দুঃখ আমি বুঝতে পেরেছি।" বলল স্টিফানো, "সব শুনে আমারও খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু মুশকিল হল সেই যাদুকর কোথায় থাকে তা ত আমি জানি না।"

"আমি নিজে পথ দেখিয়ে আপনাকে নিয়ে যাব তার গুহায়," আগ্রহভরা গলায় বলল ক্যালিবান "ও যখন ঘুমিয়ে পড়বে সেইসময় আমি আপনাকে তার কাছে নিয়ে যাব আপনি ইচ্ছে করলেই তখন তাকে বধ করতে পারবেন।"

"কীভাবে বধ করব কিছু ভেবেছো?" জানতে চাইল স্টিফানো।

"এ আর এমন কি শক্ত কাজ।" ক্যালিবান হাসল, "হাতুড়ির ঘা মেরে আপনি জাদুকরের মাথায় কয়েকটা বড় পেরেক ঠুকে দেবেন। তাতেই ঘুমের মধ্যে ওর দফা রফা হবে। যাদুকর মরে গেলে আপনিই হবেন এই দ্বীপের একমাত্র মালিক আর প্রভু, আমি তখন মন প্রাণ দিয়ে আপনার সেবা করব।"

"তুমি আবার মিথ্যে বলছ!" আড়াল থেকে ক্যালিবানের মতলব কানে যেতে এরিয়েল বলে উঠল, "এমন কাজ তুমি মোটেও করে উঠতে পারবে না।"

ক্যালিবান এরিয়েলকে দেখতে পাচ্ছে না। তাই এবারও ধরে নিল ট্রিংকুলোই আবার তাকে মিথ্যেবাদী বলে গাল দিচ্ছে। ভীষণ রেগে সে স্টিফানোর দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখুন প্রভু, আপনি মানা করা সত্ত্বেও আপনার এই বন্ধু আমায় আবার মিথ্যেবাদী বলে গাল দিচ্ছে। আপনি ওকে আচ্ছা করে কয়েক ঘা দিন। তারপরে ওর হাত থেকে

ঐ বোতলটা কেড়ে নিন। এই দ্বীপে মিষ্টি জলের ঝর্ণাও আছে কিন্তু সে জায়গাটা আমি ওকে দেখাব না।"

"বারবার মানা করা সত্ত্বেও আবার তুমি আমার এই ভক্ত প্রজার পেছনে লাগছ, ট্রিংকুলো?"পুরোনো বন্ধুকে ধমকে উঠল স্টিফানো, "তোমায় শেষবার হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি ফের ওকে মিথ্যেবাদী বললে আমি কিন্তু তোমায় ছাড়ব না, এমন মার মারব তখন বুঝবে ঠ্যালা।"

"শুধু শুধু আমায় ধমকাচ্ছো কেন?" স্টিফানোর দিকে অবাক চোকে তাকাল ট্রিংকুলো, "আমি ত ওকে মিথ্যেবাদী বলিনি। তাহলে?"

দু'বন্ধুর মধ্যে ঝগড়া লাগাতে এরিয়েল আড়াল থেকে আবার বলে উঠল, "তুমি মিথ্যে কথা বলছ।"

"কি, আমি মিথ্যে কথা বলছি।" কথাটা ট্রিংকুলোই বলল আঁচ করে স্টিফানো তেড়ে এল তার দিকে, "ব্যাটা রাজসভার ভাঁড়, ছুঁচো কোথাকার! দাঁড়া তোর মজা বের করছি!" বলে মনের সুখে সে ট্রিংকুলোকে মারল।

"আবার ওকে মিথ্যেবাদী বলে দ্যাখো," বন্ধু ট্রিংকুলোকে আরেক ঘা দিয়ে বলল স্টিফানো, "আবার আমি তোমায় মারব। কয়েকটা দাঁত আমি নাড়িয়ে দেব তা আগেই বলে রাখছি।"

"আবার বলছি স্টিফানো," ট্রিংকুলো বলল, "তোমার ভক্ত এই অপদার্থ আহাম্মকটাকে আমি একবারও মিথ্যেবাদী বলিনি। আসলে বেশিরকম মদ গিলে ফেলেছো তাই তোমার নিজেরই মাথার ঠিক নেই, তার ওপর বাইরে থেকে নিশ্চয়ই আর কারও গলায় ঐ একই গালি বারবার শুনতে পাচ্ছে। আমি নিশ্চিত এই অপদার্থ দানোর মাথার ভেতরে কোনও শয়তান বাসা বেঁধেছে, নিশ্চয়ই সেই শয়তান ব্যাটাই বারবার মিথ্যেবাদী বলে ওকে গালি দিচ্ছে।"

"এখুনি ওকে রেহাই কেন দিলেন, প্রভু?" ট্রিংকুলোকে ইশারায় দেখিয়ে স্টিফানোকে বলল ক্যালিবান, "ওকে আরও কয়েক ঘা দিন, তারপরে আমিও আচ্ছা করে মারব।" এরিয়েল সব দেখছে, সে আবার ট্রিংকুলোর গলা নকল করে ক্যালিবানকে গাল দিল মিথ্যেবাদী বলে। সেই গালি শুনে আবার রেগে গেল স্টিফানো, ট্রিংকুলোকে মারধর করে তাড়িয়ে দিল সে। তারপরে ক্যালিবানের দিকে তাকিয়ে বলল, "এবার সেই অত্যাচারী যাদুকরের কথা যা বলছিলে খুলো বলো।"

"তাহলে মন দিয়ে যা বলি শুনুন," ক্যালিবান আগ্রহ ভরে বলতে লাগল, "সেই অত্যাচারী যাদুকর প্রসপেরো রোজ বিকেলে পড়ে পড়ে ঘুমোয়। ঐসময় ওর গুহায় ঢুকে ওর যাদুবিদ্যার পুঁথিগুলো আগে সরিয়ে ফেলতে হবে। ঐ পুঁথিগুলো নাগালের বাইরে চলে গেলেই ব্যাটার সব শক্তি চলে যাবে। ব্যাটা যখন ঘুমিয়ে থাকবে ঠিক

সেইসময় ভারি কিছু দিয়ে এক ঘা মেরে আপনি ওর মাথার খুলি ফাটিয়ে দিতে পারেন, নয়ত ছুরি দিয়ে কেটে দু'ফাঁক করে দিতে পারেন ওর গলার শ্বাসনালী।"

"শুধু শুধু লোকটাকে খুন করে আমায় লাভ," বলল স্টিফানো, "ওর কাছে প্রচুর ধনসম্পত্তি আছে কিনা বলতে পারো?"

"ধনসম্পত্তি কি আছে জানি না," ক্যালিবান বলল, "তবে ওর কাছে প্রচুর বাসনপত্র আছে জানি। ব্যাটা যাদুকর প্রায়ই বলে, এই দ্বীপে নিজের বাড়িঘর তৈরী করে ঐসব বাসনপত্র রাখবে বাড়ির রান্নাঘরে। তবে এমন এক সম্পদ ব্যাটার আছে টাকাকড়ির চেয়ে যা অনেক বড়।"

"সেটা কি জিনিস?" জানতে চাইল স্টিফানো।

"জিনিস না প্রভু," গদগদ হয়ে জবাব দিল ক্যালিবান, "আমি যাদুকরের মেয়ে মিরান্দার কথা বলছি। এমন সুন্দর দেখতে মেয়ে আপনি কোথাও খুঁজে পাবেন না। যাদুকরকে খুন করে যদি ওর মেয়ের সঙ্গে রাত কাটাতে পারেন তাহলে সুন্দর আর সাহসী সন্তানের বাবা হতে পারবেন।"

"তুমি যখন চাইছো তখন তোমার ইচ্ছেমতই আমি কাজ করব," ফের আরেক ঢোঁক মদ গিলে বলল স্টিফানো, "যাদুকর ব্যাটা বিকেলবেলা যখন পড়ে পড়ে ঘুমোবে সেইসময় তুমি আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে ওর আস্তানায়। সেখানে পৌঁছে তুমি ওর যাদুবিদ্যের পুঁথিগুলো আগে খুঁজে বের করে দেবে, গুহার বাইরে নিয়ে এসে আমি আগে সেগুলো পুড়িয়ে ছাই করে ফেলব, তারপরে যাদুকরকে খুন করে ওর মেয়েটাকে ছিনিয়ে আনব বাপের আস্তানা থেকে। যাদুকর মরে গেলে তখন আমিই হব এই দ্বীপের রাজা আর যাদুকরের মেয়ে আমার রানী। ট্রিংকুলো আর তুমি, তোমরা দু'জনে হবে আমার অমাত্য। আমার হুকুমে তোমরা এই রাজ্য চালাবে। ওফ্, যা মতলব ভেঁজেছি তাকে খাড়া করতে পারলে আমায় আর পায় কে!"

ঠিক তখনই বেহায়ার মত টিংকুলো আবার এসে হাজির হল সেখানে। কিন্তু আত্মবিশ্বাসে ভরপুর স্টিফানোর তখন আর তার ওপর রাগ নেই, অত্যাচারী যাদুকরকে খুন করে এই দ্বীপের রাজা হয়ে বসার যে মতলব সে আর ক্যালিবান এঁটেছে তা সে খুলে বলল ট্রিংকুলোকে। শুনে ট্রিংকুলো বলল, "বাঃ, খাসা মতলব এঁটেছো হে, তোমার বুদ্ধিকে তারিফ না দিয়ে পারছি না।"

"আমি এই দ্বীপের রাজা হয়ে বসলে তোমায় কিন্তু আমার সভায় ভাঁড় হতে হবে না ট্রিংকুলো," স্টিফানো বলল, "তুমি আর এই ব্যাটা দানো দু'জনেই হবে আমার সভার অমাত্য। বলো, তুমি রাজি?"

"একশোবার রাজি," বলল ট্রিংকুলো।

"খানিক আগে তোমায় আচ্ছা করে কয়েক ঘা দিয়েছি বলে দুঃখিত," ট্রিংকুলোর হাতে হাত মিলিয়ে বলল স্টিফানো, "কিন্তু তুমিও কথা দাও যে আমার এই ভক্ত প্রজাকে যখন তখন আর যা তা বলবে না, আমার সামনে ওর পেছনে আর লাগবে না!"

"কথা দিচ্ছি স্টিফানো," বলল ট্রিংকুলো, "আমি আর ওকে আগের মত যা তা বলব না!"

"আর বড়জোর আধঘন্টা," আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল ক্যালিবান, "তারপরেই অত্যাচারী যাদুকর প্রসপেরো ঘুমিয়ে পড়বে। আপনি কি তখন তাকে খুন করবেন, প্রভু?"

"নিশ্চয়ই।"

'দাঁড়াও, তোমার মতলব আমি ভেস্তে দিচ্ছি,' আড়াল থেকে অদৃশ্য এরিয়েল বলে উঠল, 'আমি এক্ষুনি গিয়ে তোমাদের এই ষড়যন্ত্রের কথা আমার প্রভুকে জানিয়ে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি।'

নিজেদের মতলব কীভাবে হাঁসিল করবে তা নিয়ে ওরা তিনজনে তখন এতই মত্ত হয়ে উঠেছে যে এরিয়েলের কথা তারা কেউ শুনতে পেল না।

"আজ আমাদের ভারি খুশির দিন, প্রভু," স্টিফানোকে বলল ক্যালিবান, "আসুন, এবার একটু ফূর্তি করা যাক।"

"তাই হোক তবে," বলে আবার গলায় মদ ঢালল স্টিফানো, তার দেখাদেখি মদ গিলল ট্রিংকুলো, সবশেষে ক্যালিবানের গলাতেও খানিকটা মদ ঢেলে দিল তারা। মদের নেশায় তিনজনে এবার বেসুরো গলায় গান গাইতে শুরু করল। খানিক বাদে গান থামিয়ে ক্যালিবান বলে উঠল, "আমাদের গানের সুর ঠিক হচ্ছে না।" সেকথা শুনে এরিয়েল তার অদৃশ্য অনুচরদের ইশারা করল, তার ইশারা পেয়ে তারা সবার নজর এড়িয়ে বাঁশি আর ঢোল বাজিয়ে ঠিক সুর বাজাতে লাগল।

"এটাই আমাদের গানের সঠিক সুর," কান পেতে কিছুক্ষণ শুনে বলল ট্রিংকুলো, "নিশ্চয়ই কেউ অদৃশ্য হয়ে এই সুর বাজাচ্ছে।"

"প্রভু, আপনি কি ভয় পেয়েছেন?" স্টিফানোকে প্রশ্ন করল ক্যালিবান।

"না, ভক্ত আমার," জবাব দিল স্টিফানো, "আমি একটুও ভয় পাইনি।"

"আপনার ভয়ের কোনও কারণ নেই প্রভু," ক্যালিবান বলল, "যে শব্দ আর বাতাস আঘাত না করে মনকে আনন্দ দেয় তেমনই সব সুগন্ধি শব্দ আর বাতাস ভেসে বেড়ায় এই দ্বীপে। একইসঙ্গে অনেক বাজনার আওয়াজ আর সমবেত গলায় গান শুনতে পাই। কিন্তু সে গান আর বাজনা কে বা কারা গাইছে আর বাজাচ্ছে তা জানতে পারি না। কারণ তাদের চোখেই দেখা যায় না। আবার একেক সময় এমন

অদ্ভুত গলা কানে আসে যা শুনলেই ঘুম পায়। এরপরে আছে স্বপ্ন দেখা। ঘুমের মধ্যে অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখি, যেমন দেখি আমি মেঘের ভেতর ভাসতে ভাসতে চলেছি।"

"তোমার মুখে এসব শুনে মনে হচ্ছে এই দ্বীপ সত্যিই একটা ভাল রাজ্য," বলল স্টিফানো, "তোমার মত আমিও বিনে পয়সায় এসব গান বাজনা শুনতে পাব।"

"সে ত নিশ্চয়ই," বলল ক্যালিবান, "তবে তার আগে যাদুকর প্রসপেরোকে খতম করতেই হবে, নইলে এসব কিছুই পাবেন না।"

"হ্যাঁ, সেকথা আমার মনে আছে," বলল স্টিফানো, "একে একে সব হবে।"

"খানিক আগের বাজনার আওয়াজটা কেমন দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে খেয়াল করেছো?" ট্রিংকুলো খানিকটা মদ গলায় ঢেলে বলল, "চলো, আমরা আগে ঐ আওয়াজের পিছু নিই, দেখি ওটা কোথায় কতদূর পর্যন্ত যায়, যাদুকরের ব্যবস্থা না হয় তারপরে করা যাবে।"

"ওহে! তুমি আগে আগে যাও," ক্যালিবানকে বলল স্টিফানো, "আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো। আমি ট্রিংকুলোর পেছন পেছন আসছি।"

আট

ওদিকে রাজপুত্র ফার্দিনান্দকে তাঁর বাবা রাজা অ্যালোনসো আর তাঁর সঙ্গিরা দ্বীপের সবখানে তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। অনেকক্ষণ এইভাবে খোঁজাখুঁজি করে রাজা অ্যালোনসো আর বৃদ্ধ অমাত্য গঞ্জালো দু'জনেই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। দ্বীপের ভেতরে ঘন গাছগাছালিতে ছাওয়া একটি জায়গায় বিশ্রাম নিতে রাজা সবাইকে নিয়ে বসে পড়লেন। খানিক বাদে রাজা অ্যালোনসো হতাশভাবে বললেন, "মনে হচ্ছে আমরা শুধু শুধু রাজকুমারকে এভাবে খুঁজে বেড়াচ্ছি, ফার্দিনান্দ সাঁতরে তীরে ওঠার আগেই জলে ডুবে মারা গেছে।"

"রাজা যে হতাশ হয়েছেন এতে আমাদের ভালই হবে," ডিউক অ্যান্টোনিও রাজার ভাই সেবাস্টিয়ানের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললেন, "আমরা যে মতলব এঁটেছিলাম তা কিন্তু ভুলে যাবেন না। আজ রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আমরা আমাদের মতলব হাঁসিল করব।"

প্রসপেরোর নির্দোষ অশরীরী এরিয়েল আর তার অদৃশ্য অনুচরেরা সবার ওপর নজর রাখছে, কে কি বলাবলি করছে সব টের পাচ্ছে তারা। অ্যান্টোনিওর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে ভেসে এল অদ্ভুত গম্ভীর লয়ে বাজনার সুর। কোথা থেকে ভেসে আসছে বাজনার আওয়াজ এঁরা বুঝতে পারলেন না। এরপরে এরিয়েলের অদৃশ্য অনুচরেরা অদ্ভুত সাজে সেজে সবার জন্য প্রচুর খাবার দাবার আর পানীয় নিয়ে এল,

রাজা অ্যালোনসোকে অভিবাদন করে তাঁর সামনে ঐসব খাবারদাবার সাজিয়ে রেখে কিছুক্ষণ নিজেদের ইচ্ছেমত নাচগান করল সবাই, তারপরে এক এক করে সবাই হাওয়ায় মিলিয়ে গেল, তারা মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল সেই অদ্ভুত বাজনার সুর।

"ব্যাপার কি, বলুন ত?" গঞ্জালোর দিকে তাকিয়ে রাজা বললেন, "ঐসব কিম্ভূত চেহারার জীব যে সবাই বিদেহী প্রেতাত্মা, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এই অদ্ভুত সুরে বাজনা, নাচগান এতসব খাবারদাবার, এসবের মানে কি? এমন কি আনন্দের ব্যাপার ঘটেছে যেজন্য ওরা আমাদের এভাবে আপ্যায়ন করছে?"

"বিদেহী প্রেতাত্মা হলেও এদের সমবেত নাচগান আর ঐ বাজনা সত্যিই মনকে মুগ্ধ করে," বললেন গঞ্জালো, "আমার মনে হচ্ছে এই প্রেতাত্মারাই এই দ্বীপের বাসিন্দা। আমরা বিপন্ন অবস্থায় এই দ্বীপে এসে আশ্রয় নিয়েছি বলেই হয়ত ওরা আমাদের জন্য এতসব খাবার আর পানীয় নিয়ে এসেছে। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হল, এসব ঘটনা দেশে ফিরে গিয়ে যখন বলব তখন কেউ তা বিশ্বাস করবে না। মহারাজ, প্রেতাত্মা হলেও এরা যে মানুষের চেয়ে অনেক সভ্য আর অতিথিপরায়ণ তা আপনাকে মানতেই হবে। আমাদের ওপর দয়া হয়েছে বলেই না এরা এতসব খাবারদাবার নিয়ে এসেছে!"

এরিয়েলকে নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি প্রসপেরো, অদৃশ্য হয়ে এসে হাজির হয়েছেন রাজা অ্যালোনসের সামনে। গঞ্জালোর কথা শুনে হাসলেন তিনি। আপনমনে বললেন, "বন্ধু গঞ্জালো, আপনি কি জানেন আপনাদের মধ্যে এমন কয়েকজন লোক আছেন যারা শয়তানের চেয়েও নীচ আর জঘন্য?" কিন্তু প্রসপেরোকে এই মুহূর্তে কেউ দেখতে পাচ্ছে না, তাই তাঁর মন্তব্যও কেউ শুনতে পেল না।

"মহারাজ," গঞ্জালো রাজাকে বললেন, "আমরা ক্লান্ত আর ক্ষুধার্ত, আপনার নিজেরও একই অবস্থা। এবার আপনি অনুমতি দিলে আমরা খাওয়া শুরু করতে পারি।"

"নিশ্চয়ই," রাজা অ্যালোনসো হাত নেড়ে সায় দিলেন, "আসুন, আমরা খেতে শুরু করি।" কিন্তু তিনি খাবারে হাত দেবার আগেই আচমকা আকাশ ফালা ফালা করে বিদ্যুৎ চমকালো, সেইসঙ্গে কানফাটানো আওয়াজে বাজ পড়ল। সেই প্রচণ্ড আওয়াজ মিলিয়ে যাবার আগেই দানবী হারপির রূপ ধরে এরিয়েল এসে সেখানে হাজির হল। পৌরাণিক গল্পগাথার দানবী হারপির যে রূপের বর্ণনা আছে তাতে দেখা যায় তার ঘাড় থেকে মাথা যুবতী নারীর, তার নিচে পা পর্যন্ত এক বিশাল পাখির — তার বিশাল দুটি ডানা, আর দু'পায়ের ধারালো নখের দিকে চোখ পড়তে রাজা অ্যালোনসো আর তাঁর সঙ্গিরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। এমন ঘটনা ঘটবে তা স্বপ্নেও

ভাবেননি তাঁরা। এরপরে তাঁদের সবাইকে চমকে দিয়ে জোরে পাখির বিশাল ডানা দু'টি ঝাপটালো হারপিবেশী এরিয়েল, সঙ্গে সঙ্গে রাজার সামনে সাজিয়ে রাখা সেইসব খাবার আর পানীয় হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

"এখানে তোমাদের মধ্যে এমন তিনজন আছে যাদের পাপের সীমা নেই," গম্ভীরগলায় বলে উঠল দানবী হারপি, "অমোঘ নিয়তিই তোমাদের টেনে নিয়ে এসেছে এই নির্জন দ্বীপে। তোমরা মানুষের সমাজে থাকার অযোগ্য। যে মহাপাপ তোমরা করেছো তার জন্য শাস্তি তোমাদের পেতেই হবে, তা থেকে কেউ নিস্তার পাবে না। আমি তোমাদের এমন বিভ্রান্ত করে তুলব যার ফলে তোমরা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হবে, সে সময় আসতে দেরি নেই।"

রাজা অ্যালোনসো তাঁর ভাই সেবাস্টিয়ান আর ডিউক অ্যান্টোনিও খাপ থেকে তলোয়ার বের করে তেড়ে যেতেই হারপিবেশী এরিয়েল ধমকে বলে উঠল, "থামো মূর্খের দল! খাপ থেকে তলোয়ার বের করে কোনও লাভ হবে না। তলোয়ারের ঘায়ে আমার একটি পালকও খসাতে পারবে না। যাক, এবার শোন তোমাদের পাপের কাহিনী — মিলানের ডিউক মহান প্রসপেরো আর তাঁর কচি বাচ্চা মেয়ে মিরান্দাকে তোমরা অতীতে একদিন গাছের গুঁড়ির পচা খোল-এ চাপিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলে দেশ থেকে, ভেবেছিলে জলে ডুবে মারা যাবে। কিন্তু ঈশ্বরের করুণা ছিল তাঁদের ওপরে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাঁরা আশ্রয় নিলেন এই দ্বীপে। শোন রাজা, অতীতের সেই পাপের জন্যই তোমাদের জাহাজ ডুবে গেছে, সবাইকে হারিয়ে তোমাদের আশ্রয় নিতে হয়েছে এই দ্বীপে। এও জেনো, তোমার ছেলে যুবরাজ ফার্দিনান্দ সাগর জলে ডুবে মারা যায়নি, সে এখনও বেঁচে আছে। তোমার অতীতের পাপের ফলে অনেক কষ্ট পেতে হচ্ছে তাকে, সেই দুঃখের পালা শেষ হলে আবার তুমি তাকে ফিরে পাবে।" দানবীর কথা শেষ হতে আবার বাজ পড়ার আওয়াজ হল, তারপরেই অদৃশ্য হল দানবী হারপিবেশী এরিয়েল।

"ধন্যবাদ এরিয়েল," অদৃশ্য অবস্থায় প্রসপেরো এরিয়েলকে বললেন, "চমৎকার অভিনয় করেছো তুমি। তোমার কথায় আমার শত্রুরা এবার মানসিক যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হবে। ওরা এখন এখানে যেমন আছে থাক, এই ফাঁকে আমি গুহায় ফিরে চললাম। বেচারা ফার্দিনান্দ এতদিন মুখ বুঁজে অনেক কষ্ট সয়েছে, এবার তার কথা ভাববার সময় এসেছে।"

"কী ভয়ানক! কী ভয়ংকর!" আপনমনে বলে উঠলেন রাজা অ্যালোনসো, "অতীতে বিচার-বিবেচনা না করে যে পাপ করেছিলাম, দানবী হারপি খানিক আগে নিজে মুখে সেকথা আমায় মনে করিয়ে দিল। দানবী বলেছে আমার ছেলে এখনও বেঁচে আছে, তাঁকে খুঁজে বের করতে আমি এখুনি রওনা হচ্ছি। ছেলেকে জীবিত

খুঁজে না পেলে সে যেখানে শুয়ে আছে তার পাশেই আমিও শুয়ে পড়ব। ওঃ প্রসপেরো! ঢেউ-এর গর্জনে, বাতাসের শনশনাতিতে আর বজ্রের নির্ঘোষে উচ্চারিত হচ্ছে সেই একটি নাম প্রসপেরো। ছেলের সঙ্গে সঙ্গে আমি তাকেও খুঁজে বের করব!"

"খুঁজে বের করলেও আমি তাকে হত্যা করব," বলে উঠলেন রাজার ভাই সেবাস্টিয়ান। "আর সেকাজে আমিও তোমায় সাহায্য করব," বললেন ডিউক অ্যান্টোনিও। তাঁরা দু'জনেও রাজা অ্যালোনসোর সঙ্গে এগোলেন।

"দেহের ভেতরে বিষের ক্রিয়া শুরু হবার মতই শুরু হয়েছে এঁদের অতীত পাপের প্রতিক্রিয়া, আর তাই এঁরা সাংঘাতিক কিছু করতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন," বলে বাকি সবার দিকে তাকালেন গঞ্জালো, "অপেক্ষা করার সময় নেই, তেমন কিছু করে বসার আগেই ওঁদের যেভাবে হোক থামাতে হবে।"

"বেশ," অমাত্য অ্যাড্রিয়ান বললেন, "চলুন, আমরাও যাচ্ছি ওঁদের সঙ্গে।"

নয়

"তুমি অনেক কষ্ট করেছো, ফার্দিনান্দ," গুহার ভেতরে মুখোমুখি বসে ফার্দিনান্দকে বললেন প্রসপেরো, "স্বীকার করছি আমি তোমার সঙ্গে খুব রূঢ় ব্যবহার করেছি, অনেক রূঢ় কথাও বলেছি। কিন্তু জেনো, শুধু তোমাকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যেই আমি এসব করেছি। আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি তুমি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছো। আমার মেয়ে মিরান্দাকে যে তোমার পছন্দ হয়েছে তা আমি জানি। তাই আমি ঠিক করেছি ওকে তোমারই হাতে সঁপে দেব। মিরান্দা যে স্ত্রীরত্ন তা ভবিষ্যতে তুমি নিজেই বুঝতে পাবে।" মিরান্দা বসেছিল প্রসপেরোর গা ঘেঁষে, বাবার কথা শুনে লজ্জা আর খুশিতে তার মুখ লাল হয়ে উঠল। এরপরে আড়ালে গিয়ে প্রসপেরো এরিয়েলকে ডেকে বললেন, "এবার রাজা অ্যালোনসো আর তাঁর সঙ্গিদের এই গুহায় নিয়ে এসো"।

"তাই আনব প্রভু," ঘাড় হেঁট করে জবাব দিল এরিয়েল।

"তার আগে অবশ্য আরেকটা কাজ বাকি আছে," বলে চুপি চুপি এরিয়েলকে কিছু নির্দেশ দিলেন তিনি। এরিয়েল সেই নির্দেশ পালন করতে তখনই অদৃশ্য হল। এরপরে জাদুবলে প্রসপেরো এক নাচগানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন, যাদুর সাহায্যে দেবরাজ জুপিটারের স্ত্রী জুনো, ফসলের দেবী সিরিস, আর রামধনুর দেবী ইরিস, এঁদের তিনজনকে আবাহন করলেন প্রসপেরো। তাঁর আবাহনে সাড়া দিয়ে এঁরা আবির্ভূত হলেন। কয়েকজন জলপরী, আর স্বর্গের নর্তক-নর্তকীও এলেন তাঁদের সঙ্গে। সবার নাচগানের মধ্যে স্বর্গের মিরান্দা আর ফার্দিনান্দের সুখী দাম্পত্য জীবন কামনা করে স্বর্গের দেবীরা আশীর্বাদ করলেন। অনুষ্ঠান শেষ হতে স্বর্গের তিন দেবী

আর তাঁদের সঙ্গিরা অদৃশ্য হলেন। তার খানিক বাদে এরিয়েলকে স্মরণ করলেন প্রসপেরো।

"ক্যালিবান আর তার সঙ্গিরা যে আমার হত্যা করার ষড়যন্ত্র এঁটেছে তা ভুলেই গিয়েছিলাম," বললেন প্রসপেরো, "এবার ওদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার সময় এসেছে। এরিয়েল, এই মুহূর্তে ওরা কি করছে?"

"ক্যালিবান আর তার দুই সঙ্গি স্টিফানো আর ট্রিংকুলো, প্রচুর মদ খেয়ে তিনজনেই এখন মাতলামো করছে, প্রভু", বলল এরিয়েল, "মাতলামোর ফাঁকে বারবার ওরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আপনাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রের কথা বুক ফুলিয়ে জাহির করছে। আমার অনুচরেরা গানবাজনার মায়াজাল তৈরি করে ওদের তিনজনকে পচা পাঁকে ভর্তি একটা ডোবার ধারে নিয়ে গেছে। এখন ওরা সেখানেই মাতাল অবস্থায় গড়াগড়ি খাচ্ছে।"

"তোমার অনুচরেরা খাসা কাজ করেছে, এরিয়েল," প্রসপেরো গম্ভীর গলায় বললেন, "কিন্তু এবার ওদের উচিত শিক্ষা দেবার সময় এসেছে, তাই আমি নির্দেশ দিচ্ছি তুমি ওদের তিনজনকে একসঙ্গে এনে হাজির করো এখানে।"

"তাই করছি, প্রভু," বলে অদৃশ্য হল এরিয়েল। প্রসপেরো এবারে গুহার ভেতরে ঢুকে মিরান্দা আর ফার্দিনান্দকে বললেন, "তোমরা দুজনে বিশ্রাম নাও। আমার মনটা বিশেষ কোনও কারণে বড্ড অশান্ত হয়ে আছে, তাই আমি বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসছি।" বলে প্রসপেরো গুহার বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

গুহার বাইরে আপনমনে পায়চারি করছেন প্রসপেরো, চাপা উত্তেজনায় কুঁচকে উঠেছে তাঁর ঘন কাঁচাপাকা ভুরুজোড়া। তীক্ষ্ণচোখে চারপাশে তাকিয়ে কান খাড়া করে কি যেন শোনার চেষ্টা করছেন। প্রসপেরোর আহ্বানে খানিক বাদে এরিয়েল এসে দাঁড়াল তাঁর সামনে। এরিয়েলকে কিছু বলতে যাবেন প্রসপেরো এমনই সময় পায়ের আওয়াজ কানে যেতে তিনি চমকে উঠলেন, পরমুহূর্তে এরিয়েলের সঙ্গে তিনিও যাদুবলে অদৃশ্য হলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্টিফানো, ট্রিংকুলো আর ক্যালিবান তিনজনে টলতে টলতে এসে হাজির হল সেখানে।

"দোহাই, আপনারা পা টিপে টিপে সাবধানে আসুন," সঙ্গি দু'জনকে বলল ক্যালিবান, " আপনাদের পায়ের আওয়াজ গুহার ভেতরে দুষ্টু যাদুকরের কানে গেলে কিন্তু মুশকিল হবে। ও তখন সব টের পেয়ে হুঁশিয়ার হয়ে যাবে, তখন যে কাজে এখানে এসেছি তা হাসিল করা যাবে না।"

"কিন্তু ওহে আমার ভক্ত প্রজা," ক্যালিবানের দিকে ঢুলুঢুলু চোখে তাকিয়ে বলল স্টিফানো, "তুমি যে সুন্দরীর কথা বলেছিলে তাকে ধারেকাছে দেখছি না কেন! সেকি লুকোচুরি খেলছে আমাদের সঙ্গে?"

"দয়া করে আপনারা ধৈর্য ধরুন।" ক্যালিবান বলল, "আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন। কথা দিচ্ছি সেই সুন্দরীকে আমি তুলে দেব আপনাদেরই হাতে। যতক্ষণ না রাত দুপুর হয় ততক্ষণ পর্যন্ত দয়া করে দু'জনেই চুপ করে থাকুন। কথাবার্তা যা বলার ফিসফিস করে বলুন। এবার পা টিপে টিপে আমার সঙ্গে গুহার দিকে আসুন।"

"কিন্তু আমার সেই মদের বোতলগুলো, ওগুলো কি হবে?" চাপাগলায় চেঁচিয়ে উঠল স্টিফানো, "ওগুলো যে সেই পচা পাঁকের ডোবার ধারে ফেলে এসেছি।"

"দোহাই আপনার, দয়া করে চুপ করুন," বলল ক্যালিবান, "শুনতে পেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। আগে গুহায় ঢুকে তাকে খতম করুন। তারপরে না হয় কষ্ট করে বোতলগুলো ঐ ডোবার ধার থেকে তুলে নিয়ে আসবেন। যান, গুহার ভেতরে ঢুকে পড়ুন।" কিন্তু গুহার ভেতরে ঢুকতে তখন স্টিফানোর কোনও আগ্রহ নেই, তার নজর পড়েছে সামনের একটি গাছের দিকে। প্রসপেরোর নির্দেশে এরিয়েলের অনুচরেরা সেই গাছের ওপর এমনই মায়ার প্রভাব বিস্তার করেছিল যার ফলে এরা তিনজন স্পষ্ট দেখছে হরেক রকম বাহারি সুন্দর সুন্দর পোষাক ঝুলছে সেই গাছের একেকটি ডালে। স্টিফানো আর ট্রিংকুলো পোষাকগুলো পেড়ে নিতে এগিয়ে গেল সেই গাছের দিকে।

"তোমরা শুনতে পাচ্ছো?" ট্রিংকুলো আর ক্যালিবানকে লক্ষ করে গলা চড়িয়ে বলল স্টিফানো, দেখেছো কেমন বাহারি পোষাক ফলেছে গাছে! আমারই জন্য ওসব পোষাক ফলের মত ফলেছে, এসব পোষাক আমার একার, আর কারও নয়।"

"হে মহান রাজা স্টিফানো," গদগদ গলায় বলল ট্রিংকুলো, "এ গাছের সব পোষাক আমরাই হাতিয়ে নেব।"

"তা ত নেবই, কিন্তু তার আগে," বিড়বিড় করতে করতে ক্যালিবানকে গলা চড়িয়ে বলল স্টিফানো, " অ্যাই ব্যাটা অপদার্থ দানো, পচা ডোবার ধারে যেখানে আমার মদের বোতলগুলো অসহায়ভাবে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে, এগাছের পোষাকগুলো নিয়ে চল্ সেখানে। ভাল চাস ত আমার হুকুম তামিল কর, নয়ত বলে দিচ্ছি তোকে আমার রাজ্য থেকে মারতে মারতে দূর করে দেব।"

"মহারাজ, দোহাই আপনার, আগে আমার কথা মন নিয়ে শুনুন," নাকি গলায় বলল ক্যালিবান, "এসব পোষাক যে আপনার তা তো আমরা সবাই জানি, এগুলো খানিকবাদে আমি একাই পেড়ে নিয়ে যাব। কিন্তু তার আগে যে কাজের মতলব এঁটেছেন সেটা হাসিল করুন।"

"চোপ্! ব্যাটা অপদার্থ আহাম্মক দানো!" ক্যালিবানকে ধমকে উঠল স্টিফানো, "তোর এত বড় বেড়েছে যে আমার মুখের ওপর কথা বলছিস? ভাল চাস্ ত ঐ

পোষাকগুলো গাছ থেকে পেড়ে আন্, নয়ত এই দ্বীপের রাজা হবার পরে তোকে আমার অমাত্য করব না, ঘাড় ধরে দূর করে দেব এখান থেকে!"

স্টিফানোর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে এরিয়েলের নির্দেশে তার অদৃশ্য অনুচরেরা শিকারী আর কুকুর সেজে তেড়ে এল।

"জোরে! আরও জোরে দৌড়োও সবাই!" আড়াল থেকে শিকারী আর কুকুরদের হুকুম দিলেন প্রসপেরো, "বদমাসগুলোকে উচিত শিক্ষা দাও!"

শিকারী আর তাদের কুকুরদের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে ক্যালিবানের সঙ্গে একসঙ্গে দৌড়োতে লাগল ট্রিংকুলো আর স্টিফানো। কিছুদূর ছুটে যাবার পড়ে তাদের মনে হতে লাগল কেউ যেন অদৃশ্য হয়ে তাদের সারাগায়ে খুব জোরে চিমটি কাটছে। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ছুটতে ছুটতে তারা তিনজনে বুকফাটা চিৎকার করতে লাগল। "ঐ শুনুন প্রভু," প্রসপেরোকে বলল এরিয়েল, "আমার অনুচরেরা ঐ তিন শয়তানকে কেমন যন্ত্রণা দিচ্ছে!"

"ঐ তিন শয়তানকে আরও বেশি করে যন্ত্রণা দিতে বলো," প্রসপেরো বললেন, "মারতে মারতে ওদের হাড়গোড় ভেঙ্গে দিতে বলো, আঁচড়ে কামড়ে চিমটি কেটে এমনভাবে গায়ের ছাল ছাড়িয়ে নিতে বলো যাতে বিশ্রি দাগে সারা গা ভরে যায়।"

"তাই বলছি প্রভু," সায় দিল এরিয়েল।

"ওদের মারতে মারতে গোটা দ্বীপের ভেতর পাগলা ঘোড়ার মত ছোটাও!" প্রসপেরো বললেন, "এরপরে আর একটা কাজ বাকি, তারপরেই তুমি মুক্তি পাবে, এরিয়েল!"

দশ

তাঁকে হত্যা করতে ক্যালিবান যে মতলব এঁটেছিল তা ভেস্তে দেবার পরে প্রসপেরো এরিয়েলকে বললেন,"শয়তানদের ত উচিত সাজা দিলে, এবারে বলো রাজা অ্যালোনসো আর আমার ভাই অ্যান্টোনিওর খবর কি? তাদের মনের অবস্থা কি এখনও আগের মতই আছে, নাকি সময়ের সঙ্গে তার কোনও পরিবর্তন ঘটেছে?"

"ক্ষুধায় আর ক্লান্তিতে এমনিতেই ওঁরা আধমরা হয়ে আছেন, প্রভু," এরিয়েল বলল, "খানিক আগে আমার অনুচরেরা আমারই নির্দেশে ভাল ভাল খাবার দাবার আর পানীয় নিয়ে রেখেছিল রাজার সামনে। কিন্তু রাজা সেসব ছোঁবার আগেই আমি দানবী হারপির রূপ ধরে হাজির হলাম সেখানে, আমার ইশারায় সব খাবারদাবার নিমেষে উধাও হয়ে গেল।"

"বাঃ! খাসা নষ্টামি করেছো," এরিয়েলকে তারিফ করলেন প্রসপেরো, "তারপরে কি করলে?"

"অতীতে রাজা অ্যালোনসো আর আপনার ভাই যে অন্যায় অবিচার আপনার আর আপনার মেয়ের ওপর করেছিলেন সেকথা তাঁদের মনে করিয়ে দিলাম," এরিয়েল বলল, "সেইসঙ্গে এ-ও বললাম যে অতীতের সেই মহাপাপের জন্যই আজ তাঁদের এভাবে দুঃখদুর্দশা ভোগ করতে হচ্ছে। এসব কথা আমার মুখ থেকে শোনার পরে ওঁদের যে বিবেকের অনুশোচনা শুরু হয়েছে ওঁদের মুখ দেখেই তা বুঝতে পেরেছি। সত্যি বলছি প্রভু, ওঁদের অবস্থা দেখে তখন আমার সত্যিই করুণা হল।"

"আর লর্ড গঞ্জালো?" জানতে চাইলেন প্রসপেরো, "তাঁকে দেখেছো? তিনি কি রাজার সঙ্গে ছিলেন?"

"আপনার অতীতের সেই মহান বন্ধু লর্ড গঞ্জালো রাজার পাশেই ছিলেন প্রভু," এরিয়েল বলল, "আমার মুখে আপনার কথা শুনে তাঁর দু'চোখ বেয়ে জল ঝরতে লাগল। আমি নিশ্চিত এইমুহূর্তে রাজা আর তাঁর সঙ্গিদের দেখলে আপনারও মায়া হবে।"

"তোমার তাই মনে হচ্ছে, এরিয়েল?"

"মানুষের মত শরীর যদি আমার থাকত তাহলে তাঁদের জন্য অবশ্যই আমার মনে দয়ামায়া জাগত প্রভু।"

"তাইত এরিয়েল," মুখ টিপে হাসলেন প্রসপেরো, "তুমি ত আমার মত মানুষ নও, তোমার সত্তা পুরোপুরি বায়ু দিয়ে গড়া। সেই তুমি যখন ওদের দুঃখকষ্ট দেখে বিচলিত হয়েছো তখন মানুষ হয়ে আমি বিচলিত হব না তাও কি হয়? যদিও এটা সত্যি যে, যে অন্যায়-অবিচার অতীতে ওরা আমার আর আমার মেয়ের ওপর করেছে সেকথা এতদিন পরে মনে পড়তে আমি প্রচণ্ড ক্রোধে ওদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু পরে বুঝেছি প্রতিশোধ না নিয়ে এখন আমার কর্তব্য ওদের ক্ষমা করা। তার ওপর তুমি নিজে যখন বলছ ওরা নিজেদের কাজের জন্য অনুতপ্ত, তখন আর ওদের ওপর প্রতিশোধ নেবার প্রশ্ন ওঠে না। তুমি আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত আর সেবক, এরিয়েল, তুমি যা চাইছো তাই হবে। রাজা অ্যালোনসো, আর তাঁর সঙ্গিদের ওপর থেকে আমার যাদুমন্ত্রের প্রভাব তুলে নিচ্ছি। যাও সসম্মানে ওদের নিয়ে এসো এখানে।"

★ ★ ★ ★ ★

প্রসপেরোর নির্দেশে এরিয়েল চলে গেল। রাজা অ্যালোনসো সঙ্গিদের নিয়ে যেখানে ছিলেন সেখানে পৌঁছে গান গাইতে লাগল। সেই গানের মোহিনী সুর কানে যেতে

অস্থির হয়ে উঠলেন রাজা অ্যালোনসো, পাগলের মত সেই সুরের অনুসরণ করে সঙ্গিদের নিয়ে এসে হাজির হলেন প্রসপেরোর গুহার সামনে। প্রসপেরোর পরনে যাদুকরের পোষাক, মুখের ধপধপে সাদা দাড়ি গলা ছাড়িয়ে বুক পর্যন্ত নেমে এসেছে তাই গোড়ায় রাজা অ্যালোনসো তাঁকে চিনতে পারলেন না।

"লর্ড গঞ্জালো," বলে এগিয়ে এলেন প্রসপেরো। বৃদ্ধ অমাত্য গঞ্জালোকে অভিবাদন জানিয়ে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "মহান বন্ধু গঞ্জালো, একদিন আপনার জন্যই আমি আর আমার মেয়ে প্রচণ্ড দুঃসময়ের মধ্যে প্রাণে বেঁচেছি। যে গাছের গুঁড়ির খোলে চাপিয়ে আমাদের দু'জনকে সাগরে ভাসিয়ে দেয়া হয় আপনি তাতে খাবার-দাবার, পানীয় জল, জামা-কাপড় আর আমার পুরোনো বইগুলো তুলে দিয়েছিলেন। আপনি ঐটুকু উপকার না করলে আমরা প্রাণে বাঁচতাম না।" প্রসপেরোর মুখে এতদিন পরে এসব কথা শুনে গঞ্জালো শিশুর মত কাঁদতে লাগলেন।

"রাজা অ্যালোনসো, আপনি আমার অভিবাদন নিন," বলে রীতি অনুযায়ী ঘাড় হেঁট করে রাজাকে অভিবাদন জানালেন প্রসপেরো। তারপরে বললেন, "মনে পড়ে মহারাজ, মিলানের ডিউক প্রসপেরোকে বিনা অপরাধে পদচ্যুত করে মিলান দখলের আশায় আপনি তাঁর ভাই অ্যান্টোনিওকে বসিয়েছিলেন সেই পদে? ভাল করে চেয়ে দেখুন, আমিই সেই প্রসপেরো। পদচ্যুত হলেও আমিই মিলানের আসল ডিউক।"

"সেদিনের অন্যায়-অবিচারের জন্য আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি, প্রসপেরো!" রাজা অ্যালোনসো বললেন, "একই সঙ্গে মিলানের ডিউকের পদে তোমার ভাই অ্যান্টোনিওর বদলে আবার তোমাকেই প্রতিষ্ঠিত করছি।"

"সেবাস্টিয়ান," রাজার ভাই-এর কানের কাছে মুখ এনে চাপাগলায় বললেন প্রসপেরো, "আমার ভাই-এর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আপনি যে কিছুক্ষণ আগে এই দ্বীপে রাজাকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করতে উদ্যত হয়েছিলেন তা কিন্তু আমি জানতে পেরেছি। মনে রাখবেন ইচ্ছে করলেই কথাটা আমি রাজাকে জানাতে পারতাম, এখনও পারি। আর তখন আপনারা দু'জনেই রাজদ্রোহী হিসেবে উপযুক্ত শাস্তি পাবেন। কিন্তু যেহেতু সবার সব অপরাধ ক্ষমা করেছি তাই একথা আমি কোন মতেই রাজার কানে তুলব না।"

"তুমি এক পাকা শয়তান!" প্রসপেরোর উদ্দেশ্যে একইরকম চাপাগলায় বললেন সেবাস্টিয়ান, "আমি নিশ্চিত এসব কথা শয়তানই তোমার মুখ দিয়ে বলছে।"

"আর অ্যান্টোনিও," নিজের ভাই-এর দিকে তাকালেন প্রসপেরো, "রাজা আমায় আবার মিলানের ডিউকের পদে বহাল করলেন বলে তুমি যে হিংসেয় জ্বলে পুড়ে

মরছ তাও আমার অজানা নয়। তাহলেও জেনো তোমার অতীতের অন্যায় আমি ক্ষমা করলাম। ডিউকের পদ হারিয়ে তুমি যে আবার তা ফিরে পাবার জন্য চেষ্টাচরিত্র করবে তাও আমার অজানা নয়। তুমি আর সেবাস্টিয়ান, তোমার দু'জনেই মহাপাপিষ্ঠ। তোমাদের ভাই বলে ডাকলে নিজের মুখকে নোংরা করা হয়।"

"ডিউক প্রসপেরো" রাজা অ্যালোনসো বললেন,"এই দ্বীপে এসে ওঠার পরে আপনি আমাদের খোঁজ পেলেন কি করে? আপনি কি জানেন, এই জাহাজডুবির ফলে একমাত্র পুত্র ফার্দিনান্দকে আমি হারিয়েছি? আমাদের মত সাঁতরে তীরে ওঠার আগেই ঢেউ-এর ধাক্কায় সে তলিয়ে গেছে সাগরের অতলে।"

"আপনার এ ক্ষতি অপূরণীয়, মহারাজ," প্রসপেরো হাসি চেপে বললেন, "তবে আমিও আমার একমাত্র কন্যাকে হারিয়েছি।"

"হে ঈশ্বর!" রাজা আক্ষেপের সুরে বললেন, "বেঁচে থাকলে তারা দু'জনেই নেপলসে থাকতে পারত। হায়, ওদের দু'জনের বদলে কেন সমুদ্র আমায় নিল না? আমিও ত ওদের মতই সমুদ্রের নিচে পরম শান্তিতে শুয়ে থাকতে পারতাম তা হলে! ডিউক প্রসপেরো, আপনি কীভাবে আপনার কন্যাকে হারালেন জানতে ইচ্ছে করছে।"

"এই ঝড়ে।" বলেই প্রসপেরো রাজার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি যেমন আমার হারানো ডিউকের পদ আমায় ফিরিয়ে দিলেন তেমনই একটি ভাল জিনিস আমি উপহার দেব আপনাকে। দয়া করে আমার সঙ্গে আসুন, গুহার ভেতরে ঐদিকে তাকিয়ে দেখুন।" বলে রাজা অ্যালেনসো আর তাঁর সঙ্গিদের পথ দেখিয়ে গুহার ভেতরের একটি ঘরের বাইরে নিয়ে এলেন প্রসপেরো। রাজা আর তাঁর সঙ্গিরা দেখলেন ঘরের ভেতরে যুবরাজ ফার্দিনান্দ অপরূপ রূপবতী এক যুবতীর সঙ্গে মুখোমুখি বসে দাবা খেলছে। তাঁর ছেলে ফার্দিনান্দ বেঁচে আছে, প্রসপেরো তাকে নিজের কাছে আশ্রয় দিয়েছেন শুনে খুশি হলেন রাজা অ্যালোনসো। আরও খুশি হলেন যখন জানলেন ফার্দিনান্দ-এর মুখোমুখি বসা রূপবতী মেয়েটি প্রসপেরোর একমাত্র মেয়ে মিরান্দা, আর মিরান্দাকে যুবরাজের পছন্দ হয়েছে বলেই মেয়েকে তাঁর সঙ্গে বিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রসপেরো। ভাই, সঙ্গি অমাত্যবৃন্দ আর প্রসপেরোর সামনে রাজা অ্যালোনসো মিরান্দাকে তাঁর পুত্রবধূ হিসেবে গ্রহণ করলেন। নেপলসে ফিরে গিয়ে রাজকীয় রীতি মেনে ফার্দিনান্দ-এর সঙ্গে মিরান্দার আনুষ্ঠানিক বিয়ে দেবেন বলে রাজা অ্যালোনসো প্রসপেরোকে কথা দিলেন।

ঝড় কেটে যাবার পরে এবার সবার ঘরে ফেরার পালা। প্রসপেরোর নির্দেশে এ্যারিয়েল তার অনুচরদের নিয়ে ছুটে গেল সেই জাহাজে, যে জাহাজে চেপে রাজা

অ্যালোনসো তাঁর সঙ্গিদের নিয়ে যাত্রা করেছিলেন। জাহাজের নাবিকেরা পাটাতনের নিচে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিল, খানিক বাদে তারা সবাই একসঙ্গে জেগে উঠল। এরপরে এরিয়েলের জাদুর প্রভাবে জাহাজ চালিয়ে তারা এসে পৌঁছালো সেই দ্বীপের কাছে, নোঙর ফেলে তীরে নেমে এল তাদের সারেং। এরিয়েল তাকে পথ দেখিয়ে পৌঁছে দিল প্রসপেরোর গুহায়। রাজা আর তাঁর সঙ্গিরা সবাই বেঁচে আছেন দেখে খুশি হল সারেং। আরও কিছুক্ষণ পরে ক্যালিবান, স্টিফানো আর ট্রিংকুলোকেও এনে হাজির করল এরিয়েল। মদের নেশায় তিনজনেরই পা টলছে। খাস খানসামা স্টিফানো আর ভাঁড় ট্রিংকুলোকে ফিরে পেয়ে যেমন খুশি হলেন রাজা অ্যালোনসো তেমনই অবাক হলেন কিম্ভূতদর্শন ক্যালিবানকে দেখে— যার দেহের গড়ন দানবের মত হলেও মুখখানা ঠিক মাছের মত। ক্যালিবানের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রসপেরো বললেন একসময় তার মা সাইকোরাক্সই ছিল দ্বীপের অধীশ্বরী। অদ্ভুত যাদুক্ষমতা ছিল সাইকোরাক্স-এর। যাদুর প্রভাবে সে আকাশের চাঁদের গতি-প্রকৃতি যেমন নিয়ন্ত্রণ করতে পারত, তেমনই আবার সমুদ্রে জোয়ারভাঁটাও ঘটাতে পারত। তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করা সত্ত্বেও ক্যালিবান আর তার সঙ্গি দু'জনকেও ক্ষমা করলেন প্রসপেরো।

এরপরে রাজা আর তাঁর সঙ্গিদের সে রাতের মত তাঁর অতিথি হবার অনুরোধ করলেন প্রসপেরো। রাজা তাঁর সঙ্গিদের নিয়ে সে রাতটা প্রসপেরোর অতিথি হয়ে তাঁর গুহায় কাটালেন। যেসব সুখাদ্য আর দুর্লভ পানীয় নিয়ে এসেও ইচ্ছে করে রাজার সামনে থেকে জাদুবলে উধাও করে দিয়েছিল এরিয়েল, প্রসপেরোর সম্মানে সেসব খাবারদাবার আর পানীয় রাতে অতিথিদের সামনে আবার এনে হাজির করল এরিয়েল। ভাল পরিষ্কার পোষাক পরে ক্যালিবান নিজে হাতে সেসব খাবারদাবার আর পানীয় অতিথিদের পরিবেশন করল। ছেলে ফার্দিনান্দ আর ভাবী পুত্রবধূ মিরান্দাকে দু'পাশে নিয়ে খেতে বসেছিলেন রাজা অ্যালোনসো আর প্রসপেরো।

"মিলান থেকে কীভাবে মিরান্দাকে নিয়ে এই দ্বীপে এসে উঠলেন আর তারপরে কীভাবে এই নির্জন দ্বীপে এতদিন কাটালেন এসব জানতে আমার ভারি কৌতূহল হচ্ছে ডিউক প্রসপেরো," খেতে বসে রাজা অ্যালোনসো প্রসপেরোকে বললেন, "আপনার জীবনের সেসব কাহিনী অনুগ্রহ করে আমায় শোনাবেন ত?"

"শুনতে যখন চাইছেন তখন নিশ্চয়ই শোনাব, মহারাজ," প্রসপেরো বললেন, "তবে সে কাহিনী আপনার অলীক রূপকথা বলেই মনে হবে। আগামীকাল জাহাজে করে আমরা এ দ্বীপ ছেড়ে দেশের দিকে রওনা হব। মহারাজ, আমি কথা দিচ্ছি ফেরার সময় সমুদ্র থাকবে শান্ত, বাতাসও থাকবে আমাদের অনুকূলে। নেপলসে পৌঁছে যুবরাজের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠান নিজে চোখে দেখব, তারপরে

ফিরে যাব আমার দেশ মিলানে। জীবনের বাকি দিনগুলো সেখানেই কাটাব বলে ইশারায় এরিয়েলকে ডাকলেন প্রসপেরো, সবার কান এড়িয়ে তাকে চাপা গলায় বললেন, "এরিয়েল, শেষ কাজের দায়িত্ব তোমায় দিলাম। আমাদের সবাইকে নিরাপদে নেপলসে পৌঁছে দেবার পরেই চিরদিনের মত মুক্তি পাবে তুমি। এরপরে তুমি নিজের ইচ্ছেমত ভেসে বেড়াতে পারবে এই দ্বীপ আর সমুদ্রের আকাশে বাতাসে।"

পরদিন সকালে দ্বীপ ছেড়ে চলে যাবার আগে নিজের যাদুদণ্ড আর যাদুবিদ্যার পুরোনো যত পুঁথি ছিল সব গুহার পেছনে মাটি খুঁড়ে পুঁতে ফেললেন প্রসপেরো, এরপরে মিলানের ডিউকের রাজকীয় পোষাক গায়ে চড়ালেন, খাপে আঁটা তলোয়ার ঝোলালেন কোমরের বন্ধনীতে। রাজা যুবরাজ ভাবী যুবরাণী আর অমাত্যদের সঙ্গে দ্বীপ ছেড়ে জাহাজে চাপলেন মিলানের ডিউক প্রসপেরো। জোয়ারের মুখে নোঙর তুলে পাল খাটিয়ে সারেং জাহাজ নিয়ে রওনা হল নেপলসের দিকে।

★ ★ ★ ★ ★

সমাপ্ত